বিজয় বাইবেল

পুস্তকটির অভিজ্ঞতাসঞ্চয়নের
এক প্রাণবন্ত অধ্যয়ন পুস্তিকা

Originally Published in English as Experiencing Your Fire Bible : A Quick Study Guide.

Copyright 2009 Life Publishers International
Published by Life Publishers, Springfield, Missouri USA

All rights reserved.

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক সংরক্ষিত গ্রন্থস্বত্ব ১৯৯২ অনুসারে নিউ ইন্টারন্যাশনাল ভার্সন হতে বিষয়ের শিরোনাম এবং রেফারেন্সগুলো সংগ্রহ ও অনুবাদ করা হয়েছে।

অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহৃত অন্যান্য বিষয়গুলি
জন ডারভ্যান কর্পোরেশন কর্তৃক সংরক্ষিত ঃ সেন্টার কলাম ক্রস রেফারেন্স সিস্টেম, গ্রন্থস্বত্ব ১৯৮৪, এন আই ভি কনকর্ডেন্স, গ্রন্থস্বত্ব ১৯৮২, ১৯৮৪; কালো এবং সাদা রঙের মানচিত্র এবং চার্ট গ্রন্থস্বত্ব ১৯৮৮। জন ডারভ্যান পাবলিশিং হাউজের অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহৃত।

সকল প্রবন্ধ, বাইবেল পাঠ পরিকল্পনা, নির্বাচিত সাদা-কালো মানচিত্র এবং তালিকা (চার্ট), পুস্তক পরিচিতি এবং সংক্ষিপ্ত রূপরেখা, রঙিন মানচিত্র এবং রঙিন মানচিত্রের সূচী, ফুটনোট, টীকা, বিষয়বস্তুর সূচী, বিষয়ভিত্তিক প্রতীক এবং বিষয়ভিত্তিক সূচী -এসকল লাইফ পাবলিশার্স ইন্টারন্যাশনাল -এর সম্পত্তি।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

সূচীপত্র

ভূমিকা.....৪
পুস্তক পরিচিতি.....৭
বিষয়ের শিরোনাম.....১৬
রেফারেন্স (নির্দেশ).....১৯
মূল পদসমূহের উদ্দেশে অধ্যয়ন টীকাগুলি.....২৫
মূল আলোচ্য অংশের উপর প্রবন্ধগুলি.....২৮
১২টি প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলির উদ্দেশে সারসূত্র.....৩০
সারসূত্রের সূচী.....৩৩
মানচিত্র এবং তালিকা.....৩৫
অন্যান্য উপাদান এবং চয়নিকা.....৪২
মূল উত্তর.....৪৬

ভূমিকা

আপনি কি পবিত্র আত্মা এবং যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে এক গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে চান?
খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক ও আত্মা-চালিত জীবন ধারার মধ্যে আপনার সাহায্যমূলক পথপ্রদর্শকরূপে *বিজয় বাইবেল* পুস্তকটি পরিকল্পিত। এই বিস্তৃত শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলিতে মনোনিবেশ করার মাধ্যমে আপনি সদাপ্রভুতে বৃদ্ধি পাবেন এবং আপনার জীবন ও তাঁর মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের বিস্ময়কর পরিকল্পনা উপলব্ধি করতে পারবেন।

আপনি কি বাইবেলভিত্তিক সত্যতার এক মহৎ জ্ঞানের উন্নতি করতে চান?
যে সকল খ্রীষ্টিয়ানেরা ঈশ্বরের বাক্যের এক গভীর জ্ঞান অর্জন করার জন্য আন্তরিকভাবে অপেক্ষা করেন, তাদের উদ্দেশে *বিজয় বাইবেল* এক গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রভিত্তিক সম্পদ। এই বাইবেলের শিক্ষা আপনার আত্মিক জ্ঞানের এক সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। আপনি পবিত্র আত্মার পরাক্রমের মাধ্যমে আর্থিক জয়ে পদক্ষেপ করার ও দৈনন্দিন জীবনের চ্যালেঞ্জগুলির সম্মুখীন হওয়ার শিক্ষালাভ করবেন।

এখন, আপনার *বিজয় বাইবেল* পুস্তক রয়েছে, কিভাবে আপনি এই পুস্তক সবচেয়ে বেশী সদ্ব্যবহার করতে পারবেন?
আপনাকে দেওয়া এই বিস্ময়কর শিক্ষার উপাদানগুলি দ্বারা আপনি কি করতে পারেন? এই সকল উপাদানগুলি আপনাকে অন্যান্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য অথবা নিজের পাঠ্য বিষয়বস্তু, ধর্মোপদেশ ও বাইবেল পাঠের এক বিস্তৃত বৈচিত্র্য প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে। বাইবেলের মধ্যেকার নানান স্থানগুলি ও বিভিন্ন লোকেদের সম্পর্কে আপনার অজানা বিষয়গুলির অদ্ভুত ধারণাসকল আপনি উপলব্ধি করবেন। শাস্ত্র সম্পর্কে আপনার এমন এক জ্ঞান লাভ হবে যা আপনি কখনও ভাবেন নি। আর, আপনি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গগুলির উপরে জোরালো ভাব প্রকাশ দেখতে পাবেন, যা এই বাইবেলের অসাধারণ দিক, যেমন, ঐশ্বরিক সুস্থতা করণ, অলৌকিক চিহ্নকার্য্য, আত্মার দানসমূহ এবং পবিত্র আত্মার পূর্ণতার মধ্যে জীবন যাপন।

আপনার *বিজয় বাইবেল* পুস্তকটি ব্যবহার করার কয়েকটি উপায় এখানে দেওয়া হল ঃ

- আপনি কি বাইবেলের একটি বিশেষ পুস্তক সম্পর্কে ধর্মোপদেশগুলি **প্রস্তুত করতে** চান? প্রত্যেক পুস্তকের মধ্যে উল্লেখিত পুস্তক পরিচিতি, বিষয়ের শিরোনাম ও সহনির্দেশগুলি (রেফারেন্স) আপনাকে ধীরে ধীরে পরিচালনা করবে, সমগ্র পুস্তক ও পুস্তকের বিশেষ অনুচ্ছেদগুলির বিষয়ে আপনার মূল্যবান বিশদ বিবরণ ও তথ্যাদি সংগ্রহ করা অনুসারে।

- আপনি যদি অনুপ্রেরণামূলক **পারিবারিক উপাসনাগুলি** তৈরী করতে আগ্রহী হন, আপনি একটি প্রসঙ্গ বেছে নিতে পারেন। পরে বিষয়সূচী ও সারসূত্র সহ মূল বিষয়বস্তুর উপরে প্রবন্ধ ও টীকাগুলি ব্যবহার করে প্রসঙ্গটির সম্পর্কে সবিশেষ বর্ণনা একত্র করতে পারেন।

- আপনার শিক্ষাদানের একটি **ক্লাসের** উদ্দেশে কিংবা আপনার **ক্ষুদ্র অধ্যয়ন দল গোষ্ঠীর** উদ্দেশে বাইবেলের একটি স্থান অথবা ঘটনার বিষয়ে ছক (তালিকা) এবং মানচিত্রগুলি আপনি কি তৈরী করতে চান? বিস্তৃত বৈচিত্র্যমূলক মানচিত্র ও তালিকাগুলি প্রতিটি বইয়ের পুস্তক পরিচিতি সহ আপনাকে সাহায্য করার জন্য নানান ঘটনা দ্বারা পরিপূর্ণ।

- **তরুণ দলের** কাছে একটি বাইবেলের নির্দিষ্ট বিষয় শেখানোর বিষয়ে আপনি কি উৎসাহী? সারসূত্র ও চয়নিকার মত সাহায্যকারী উপাদানগুলি আপনাকে সেই বিষয়টি সম্পর্কে শাস্ত্র পাঠ ও তথ্যাদিগুলি খুঁজতে সাহায্য করবে।

- আপনি সম্ভবতঃ **সানডে স্কুলের ক্লাসের** জন্য কিংবা আপনার পরিচালনার **শিশুদের বাইবেল ক্লাবের** কারণে শাস্ত্রের একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে অধ্যয়ন প্রস্তুত করতে চান। টীকা, বিষয়সূচী ও চয়নিকা আপনাকে শাস্ত্রের সেই চরিত্র সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে সাহায্য করবে।

বিজয় বাইবেল পুস্তিকটির পৃষ্ঠাগুলিতে আপনি সক্রিয় ঈশ্বরের প্রেম উপলব্ধি করবেন এবং জানতে পারবেন কিভাবে তিনি আপনার জীবনে বিরাজ করেন আর আপনাকে চালাতে চান। বাইবেল শুধু মাত্র পাঠ করা জরুরী তা নয় এতে গভীর মনোনিবেশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ঈশ্বরের বাক্যই আপনার চিন্তা ও কার্য্যসকল নিয়ন্ত্রণ করে।

সম্পূর্ণ জীবনের বাইবেল অধ্যয়নের উপাদান বা অপরিহার্য অংশসমূহ

সম্পর্কযুক্ত/সমতুল্য শাস্ত্রাংশ পদ্ধতি

৪ঃ৩২ যীশুর ক্ষমতা সম্পর্কিত বাইবেলের অন্য একটি পদ খুঁজে পাবেন মথি ৭ঃ২৮ পদে।

"দে" দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ একই ধরণের পদসমূহের প্রথম অংশকে বুঝায়।

বিষয়ের শিরোনাম

পবিত্র বাইবেলের মূল বিষয়বস্তুকে (রেফারেন্সসহ) নির্দেশ করছে।

সারসূত্র

১২টি বিষয়বস্তুকে ঘিরে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে রেফারেন্স সহ পরবর্তী শাস্ত্রাংশ প্রদান করা হয়েছে।

- বাপ্তাইজিত/পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিল
- পবিত্র আত্মার বরদান সমূহ
- পবিত্র আত্মার ফল

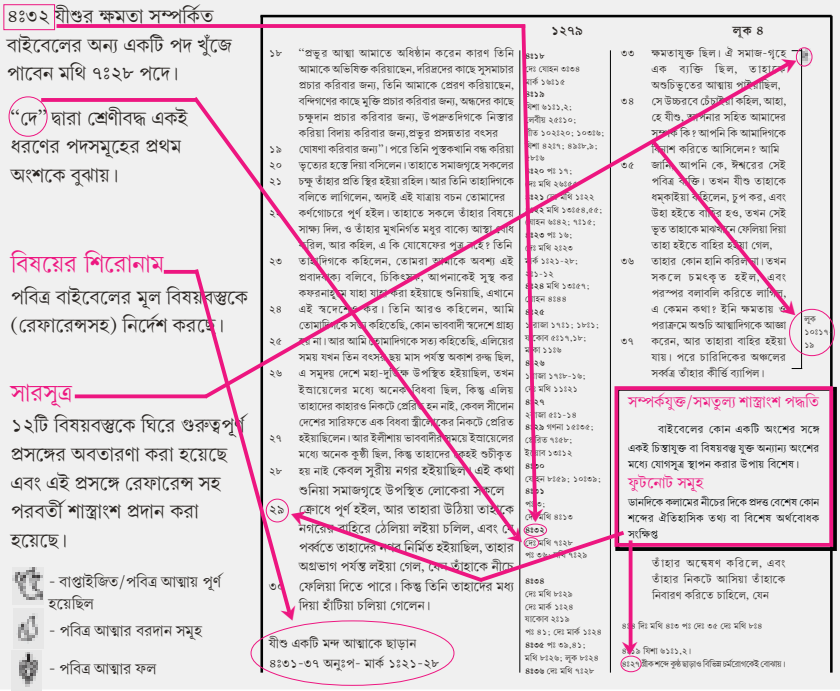

বিজয় বাইবেল পুস্তকের অন্তর্গত বারোটি উপাদান, আপনার সাহায্যের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ফলপ্রসূভাবে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নের সাহায্যার্থে নানান তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

- বাইবেলের প্রতিটি বইয়ের ক্ষেত্রে পুস্তক পরিচিতি সমূহ
- বিষয়ের শিরোনাম
- নির্দিষ্ট সম্পর্কযুক্ত শাস্ত্রাংশ (রেফারেন্স)
- মূল পদসমূহের উদ্দেশ্যে টীকাগুলি
- মূল বিষয়গুলির উপরে প্রবন্ধগুলি
- বিষয়সূচী
- বারোটি বিশেষ বিষয়ের জন্য সারসূত্র
- সারসূত্রের বিষয়সূচী
- মানচিত্র ও তালিকাসমূহ
- ভার ও পরিমাপের তালিকা
- এক বছরের পাঠের পরিকল্পনা
- চয়নিকা

এই জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ পুস্তিকাটির প্রত্যেকটি উপাদানে আপনার সর্বাধিক সাহায্যের জন্য পর্য্যালোচনা করা হয়ে থাকে। আমরা এই সকল উপাদান গুলির এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করব এবং প্রত্যেকটি কিভাবে ব্যবহার করা যায় তার ব্যাখ্যা দেব।

1 পুস্তক পরিচিতি

বাইবেলের যে কোনো পুস্তকের পাঠ্যাংশে শাস্ত্র রচয়কের ব্যক্ত করার বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করার জন্য সেই বইয়ের পুস্তক পরিচিতি প্রথমে পাঠ করার প্রস্তাবনা আমরা দিয়ে থাকি। প্রতিটি পুস্তক পরিচিতির অন্তর্গত বিষয়গুলি নিম্নরূপ ঃ

ক) সংক্ষিপ্ত রূপরেখা
খ) ঐতিহাসিক তথ্যাদির পটভূমি
গ) বইটির প্রকৃত উদ্দেশ্য
ঘ) বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ অথবা নিরীক্ষা
ঙ) বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি
চ) নূতন নিয়মাবলীর পূর্ণতা

পুস্তক পরিচিতির এই ছয়টি অংশ বাইবেলের প্রত্যেকটি পুস্তক সম্পর্কে নানান তথ্যাদি ও অন্তদৃষ্টি তুলে ধরে। নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রদানের দ্বারা এই সকল ছ'টি বিষয়ের ব্যবহার আপনি অনুশীলন করতে পারেন। এই প্রশ্নাবলী বাইবেলের প্রথম বই আদি পুস্তকের পুস্তক পরিচিতির মধ্যে পাওয়া তথ্যগুলির উপর ভিত্তিশীল।

বিষয়টি দেখুন >> আপনার বাইবেলের সামনের দিকে আদিপুস্তকের পুস্তক পরিচিতি লক্ষ্য করুন। বিষয়টি থাকবে প্রথম পৃষ্ঠায়।

সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

সংক্ষিপ্ত রূপরেখাতে কিভাবে দুটি সাহায্য মূলক তথ্যাদির উপস্থাপন করা হয়েছে তা লক্ষ্য করুন। প্রথমে পুস্তকটির প্রতিটি প্রধান অংশের ক্ষেত্রে শিরোনাম অথবা নামপত্র দেওয়া হয়েছে। শিরোনাম এবং উপশিরোনামগুলি অনুসারে সংখ্যা অথবা অক্ষরগুলি দ্বারা সেই অংশগুলি সাজানো হয়েছে। পরে যেভাবে পুস্তকে সেগুলি উক্ত হয়েছে সেই অনুসারে সংক্ষিপ্ত রূপরেখাতে শিরোনামগুলি দেওয়া হয়েছে। অতএব সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রতিটি পুস্তকের শাস্ত্রের সারাংশ তুলে ধরে এবং ঐ পুস্তকের কোথায় পাওয়া যাবে সেটির নির্দেশ দেয়। নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদানের জন্য আদিপুস্তকের সংক্ষিপ্ত রূপরেখাটি অনুসরণ করুন ঃ

আদিপুস্তক

সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

১। মানবজাতির ইতিহাসের সূচনা (১ঃ১-১১ঃ২৬)
- ক) বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও জীবনের উৎপত্তি (১ঃ১-২ঃ২৫)
  - ১) সব সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১ঃ১-২ঃ৪)
  - ২) আদম হবার সৃষ্টির বিস্তারিত বিবরণ (২ঃ৫-২৫)
- খ) পাপের উৎপত্তি (৩ঃ১-২৪)
  - ১) প্রলোভন ও পতন (৩ঃ১-৬)
  - ২) পতনের ফল (৩ঃ৭-২৪)
- গ) সভ্যতার উৎপত্তি (৪ঃ১-৫ঃ৩২)
  - ১) কয়িন ঃ পৌত্তলিক কৃষ্টি (৪ঃ১-২৪)
  - ২) শেথ ও ইনোশ ঃ এক ক্ষুদ্র ধার্মিক বংশ (৪ঃ২৫-২৬)
  - ৩) প্লাবন - পূর্ব গোষ্ঠীপতিদের বংশানুক্রমিক ইতিহাস (৫ঃ১-৩২)
- ঘ) মহাপ্লাবন ঃ প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার উপর ঈশ্বরের বিচার দণ্ড (৬ঃ১-৮ঃ১৯)
  - ১) বিশ্বব্যাপী নীতিভ্রষ্টতা ও পাপাচার (৬ঃ১-৮, ১১-১২)

প্রশ্ন ১) সংক্ষিপ্ত রূপরেখাতে প্রদত্ত প্রধান শিরোনাম কি?_____

_____

প্রশ্ন ২) এই শিরোনামের জন্য আদিপুস্তকের কোন অধ্যায়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? (ব্র্যাকেট চিহ্নগুলির মধ্যে লিখিত নির্দেশগুলি লক্ষ্য করুন।)_____

_____

প্রশ্ন ৩) সংক্ষিপ্ত রূপরেখাতে সর্বশেষ কোন উপশিরোনামটি দেওয়া হয়েছে?_____

_____

প্রশ্ন ৪) ৫০ অধ্যায়ের কোন পদসমূহ এই সর্বশেষ উপশিরোনামের অন্তর্ভূক্ত?_____

_____

ঐতিহাসিক তথ্যাদি

বাইবেলের একটি পুস্তকের শাস্ত্রাংশ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের সেই পুস্তকটির বিষয়ে ও লেখকের সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্যাদি থাকা দরকার। এই তথ্য প্রতিটি পুস্তকের পুস্তকপরিচিতি অংশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পুস্তকটি রচনার সময় ও পরিস্থিতি সহ লেখকের সম্পর্কে নানান ঘটনাগুলি পুস্তক পরিচিতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয়টি দেখুন >> আদিপুস্তকের পুস্তক পরিচিতির মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করে নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ

লেখার কাল ঃ খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪৫ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০৫ সালের মধ্যবর্তী সময়

পটভূমি

আদিপুস্তক পুরাতন নিয়মের প্রথম পুস্তক এবং সমগ্র বাইবেলের এক অত্যাবশ্যক ভূমিকারূপে কাজ করছে। পুস্তকটিতে *বেরেশিথ* নামক প্রথম ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি শিরোনাম রূপেও ব্যবহৃত হয়েছে কারণ বেরেশিথ বলতে বোঝায় "আদিতে"। কিন্তু ইংরাজী বাইবেলে 'আদিপুস্তক' শব্দটি ব্যবহার করা হয় যেটি মূল হিব্রু শব্দের গ্রীক অনুবাদ। আদিপুস্তক এমন একটি শিরোনাম যেটি প্রতিফলিত করে যা আমরা সমগ্র পুস্তকটির মধ্যে অনুসন্ধান করি, যার অর্থ "উৎপত্তি, উৎস, সৃষ্টি বা কোনো কিছুর শুরু।" অতএব আদিপুস্তক হল "আরম্ভের পুস্তক"।

পুস্তকটির কোথাও আদিপুস্তকের গ্রন্থকারের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু বাইবেলের অবশিষ্টাংশ সাক্ষ্য দেয় যে (১ রাজা ২,৩; ২ রাজা ১৪,৬; ইষ্রা ৬ঃ১৮; নহি ১৩ঃ১; দানি ৯ঃ১১-১৩; মালা ৪ঃ ৪; মার্ক ১২ঃ১৬; লূক ১৬ঃ২৯,৩১; যোহন ৭ঃ১৯-২৩; প্রেরিত ২৬ঃ২২; ১ করি ৯ঃ৯; ২ করি ৩ঃ ১৫ প্রভৃতি জায়গাগুলি দেখুন) মোশিই হলেন সম্পূর্ণ পঞ্চ পুস্তকের গ্রন্থকার বা লেখক, যেটি পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচখানা পুস্তক। প্রাথমিক যুগের মণ্ডলীর নেতাগণ ও প্রাচীন যিহুদী লেখকেরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে মোশিই হলেন আদি পুস্তকের গ্রন্থকার যেহেতু আদিপুস্তকের সমগ্র ইতিহাস মোশির জীবনের আগেই ঘটেছিল, আমরা বুঝতে পারি, আদিপুস্তক লেখায় তাঁর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল (পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় ও নির্দেশনায়)। সমস্ত লিখিত ও অলিখিত প্রাপ্ত ইতিহাসের যত্নসহকারে একটা সমন্বয় ঘটানো যা আজ আমরা আদিপুস্তক সংরক্ষিত দেখতে পাই। এইভাবে মোশি হলেন একজন সম্পাদক। এগুলি যোষেফ থেকে আদম পর্যন্ত মানব জাতির এক দলিল। মোশি এগারোবার বংশবৃত্তান্ত এই শব্দগুলি ব্যবহার করেন (হিব্রু 'এলে টোলেডথ্') সম্ভবতঃ তিনি ঐসব ঐতিহাসিক দলিলগুলির আভাষ দেন। হিব্রু শব্দগুচ্ছ আবার এভাবেও অনুবাদ করা যেতে পারে "তখনকার বৃত্তান্ত এই" (২ঃ৪; ৫ঃ১; ৬ঃ৯; ১০ঃ১; ১১ঃ১০; ২৭; ২৫ঃ১২,১৯; ৩৬ঃ১,৯;

প্রশ্ন ৫) আদি পুস্তকের গ্রন্থকার কে ? _____

প্রশ্ন ৬) পুস্তকটির সারমর্ম কি ? _____

প্রশ্ন ৭) লেখার কাল কত ? _____

প্রশ্ন ৮) তথ্যাদির পটভূমি পড়ুন। পুস্তকের শিরোনাম আদিপুস্তক বলতে কি বোঝায় ? _____

_____

সাহায্যমূলক টীকা ঃ

পুরাতন নিয়মের পুস্তক সমূহ

পুরাতন নিয়মে ৩৯টি পুস্তক রয়েছে। প্রায় ১,৫০০ বছর (১৯০০ থেকে ৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত) সময় কাল ধরে ঈশ্বরের সঙ্গে যিহুদিদের চুক্তির মাঝে সংঘটিত বিষয়ের কাহিনীগুলি এই সকল পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সেগুলিকে পাঁচটি ধারাবাহিক অংশে বিভক্ত করা যেতে পারে ঃ

১। **ব্যবস্থার পুস্তক (পেনট্যাটিউক বা গ্রন্থ পঞ্চক)** আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয়পুস্তক, গণনাপুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণ

২। **ইতিহাসের পুস্তক ঃ** যিহোশূয়, বিচারকর্তৃগণ, রূথের বিবরণ, ১ এবং ২ শমূয়েল, ১ ও ২ রাজাবলি, ১ এবং ২ বংশাবলি, ইষ্রা, নহিমিয়, ইষ্টের

৩। **কাব্যের পুস্তক ঃ** ইয়োব, গীতসংহিতা, হিতোপদেশ, উপদেশক, পরমগীত

৪। **প্রধান ভাববাদিদের পুস্তক ঃ** যিশাইয়, যিরমিয়, বিলাপ, যিহিষ্কেল, দানিয়েল

৫। **গৌণ ভাববাদিদের পুস্তক ঃ** হোশেয়, যোয়েল, আমোষ, ওবদিয়, যোনা, মীথা, নহূম, হবক্কুক, সফনিয়, হগয়, সখরিয়, মালাখি

প্রতিটি পুস্তকের নাম এবং বাইবেলে সেটি কোথায় পাওয়া যাবে তার নির্দেশগুলি সূচীপত্রের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি পুস্তকের ক্ষেত্রে যে সকল শব্দ সংক্ষেপগুলি আপনার বাইবেলের সমগ্র পাঠ্য বিষয়গুলিতে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি শব্দ সংক্ষেপের তালিকাতে দেখতে পাবেন (সূচীপত্রের পরে ৩য় পৃষ্ঠায়)।

উদ্দেশ্য

পুস্তকটির মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি লিখিত বিবৃতি, বইটি কেন রচনা করা হয়েছিল সেই বিষয়ে এক বিস্তৃত জ্ঞান প্রদান করে। বিষয়টি আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে কিভাবে পুস্তকটি বাইবেলে অন্যান্য পুস্তকগুলির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে। আদিপুস্তকের উদ্দেশ্য বিষয়ক অনুচ্ছেদটি পড়ুন।

উদ্দেশ্য

আদিপুস্তক পঞ্চপুস্তকের (পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচখানা পুস্তক) বাকীঅংশ এবং সমগ্র প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রলিপির এক অত্যাবশকীয় ভিত্তিস্বরূপ। এটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সূচনা, মানবজাতি, বিবাহ, পাপ, নগরসমূহ, ভাষাসমূহ, জাতিসমূহ, ইস্রায়েল এবং লোকেদের সঙ্গে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত সম্পর্ক উদ্ধারের পরিকল্পনার একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য দলিল সংরক্ষণ করে। আদিপুস্তকের মাধ্যমে, পুরাতন ও নূতন নিয়মে উভয়ক্ষেত্রে ঈশ্বর নিজের সম্পর্কে সৃষ্টিতত্ত্ব, মানবজাতি, পাপে পতন, মৃত্যু, বিচার, ঈশ্বরীয় চুক্তি এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার লোকদের পরিত্রাণের প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে এক ভিত্তিমূলক ধারণা তাঁর মনোনীত লোকদের কাছে প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন ৯) কোন নয়টি বিষয়গুলির ক্ষেত্রে আদিপুস্তক এক বিশ্বাসযোগ্য দলিল? _____

_____

_____

_____

_____

_____

পর্যবেক্ষণ

প্রতিটি পুস্তকের পর্যবেক্ষণ পুস্তকটির মুখ্য অংশগুলির অতিরিক্ত ধারণা প্রদান করে। এই ধরনের তথ্য একটি দীর্ঘ পুস্তকের মূল পাঠ্য বিষয়টি নির্ব্বাচিত প্রসঙ্গগুলির উপর ভিত্তি করে ছোট ছোট অধ্যায়ের অংশে বিভাজনের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। আপনি যখন সম্পূর্ণ বাইবেল পাঠ করতে চান, হয় সেই পুস্তকটি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করার জন্য কিংবা একটি ধারাবাহিক ধর্মোপদেশ প্রস্তুত করা অথবা ব্যক্তিগত শাস্ত্র পাঠের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ অংশটি বিশেষভাবে সাহায্য মূলক হবে।

বিষয়টি দেখুন >> আদিপুস্তকের পর্যবেক্ষণ পড়ুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তর দিন।

পর্যবেক্ষণ

আদিপুস্তক স্বাভাবিকভাবে দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত। (ক) ১-১১ অধ্যায় আদম থেকে অব্রাহাম পর্যন্ত মানবজাতির ইতিহাসের সূচনার এক খস্‌ড়া চিত্র প্রদান করে। এই প্রথম অংশের প্রসঙ্গটি পাঁচটি বিখ্যাত নিরূপিত ঐতিহাসিক ঘটনার প্রমাণ চিত্র তুলে ধরে। (১) সৃষ্টির বিবরণ ঃ ঈশ্বর আদম হবা সহ সব কিছু সৃষ্টি করেন এবং আদম হবাকে এদন বাগানে রাখেন (১-২ অধ্যায়)। (২) পাপে পতন (যথা মানবজাতির ঈশ্বরের প্রতি জন্মগত নীতিভ্রষ্টতা তাদেরকে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করেছিল ও তাদের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক বিনষ্ট হয়েছিল) ঃ আদম ও হবা ঈশ্বরের নির্দেশ অমান্য করার মাধ্যমে মানব ইতিহাসে পাপ ও মৃত্যুর অভিশাপ নিয়ে আসে (৩ অধ্যায়)। (৩) কয়িন ও হেবলঃ এই দুঃখজনক ঘটনা ইতিহাসের দুটি মৌলিক স্রোতের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রশ্ন ১০) আদিপুস্তক কত ভাগে বিভক্ত? _____

প্রশ্ন ১১) প্রথমভাগে, অব্রাহাম থেকে আদম পর্যন্ত মানব জাতির সূচনার খস্‌ড়া চিত্রটি কতগুলি যুগমূলক ঘটনার উপরে আলোকপাত করে? _____

_____

প্রশ্ন ১২) ঐসকল ঘটনাগুলির একটি বিষয়ের সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা দিন?

_____

_____

প্রশ্ন ১৩) পুস্তকটির দ্বিতীয়ভাগে উল্লেখিত পাঁচটি প্রধান ধর্মযাজকের নামের তালিকাটি লিখুন। _____

_____

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

বাইবেলের প্রতিটি পুস্তক অসাধারণ। বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহের অনুচ্ছেদটি প্রতিটি পুস্তকের সবচেয়ে বিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির তালিকা প্রদান করে। সেগুলি সম্ভবত পুস্তকের প্রধান চিত্রগুলি, গ্রন্থকারের পুস্তকের সূচীপত্রের এমনকি লেখনীর সময় কালের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির কথা বর্ণনা করে।

বিষয়টি দেখুন >> আদিপুস্তক সম্পর্কিত বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহের অংশটি খুঁজে বার করুন।

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

আদিপুস্তকে সাতটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বা গুরুত্ব আছে। (১) এটি বাইবেলের সর্বপ্রথম লিখিত পুস্তক (সম্ভবতঃ ইয়োবের পুস্তকখানা এর ব্যতিক্রম)। এর মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মানব জাতির ইতিহাসের সূচনা, পাপ, হিব্রুজাতি এবং মানবজাতির সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক পুনরুদ্ধার ও পুর্নগঠন করার পরিকল্পনা যা পাপের মাধ্যমে বিনষ্ট হয়েছিল। (২) আদিপুস্তকে যে সময় কালের ইতিহাস দেওয়া হয়েছে বাইবেলের অবশিষ্ট অংশগুলি সম্মিলিতভাবেও ততদীর্ঘ সময়ের ইতিহাস প্রদান করে না। প্রথম মানব দম্পতি দিয়ে শুরু করে প্লাবনের পূর্ব জগতের ইতিহাস সম্পর্কে এই অংশে বর্ণনা করা হয়েছে এবং পুরাতন নিয়মের বাকী অংশের মাধ্যমে চিত্রিত ঈশ্বরের পরিকল্পনার ভিত্তিরূপে এটি হিব্রুজাতির ইতিহাসের উপর আলোকপাত করে। (৩) আদিপুস্তক প্রকাশ করে যে, পৃথিবীর সব বস্তু ও সকল জীবন স্পষ্টতঃই ঈশ্বরের কাজ প্রকৃতির কোনো স্বাধীন প্রক্রিয়া নয়। ১-২ অধ্যায়ের মধ্যে ঈশ্বরকে পঞ্চাশবার ক্রিয়াকর্মের সৃষ্টিকর্তা রূপে দেখানো হয়েছে। (৪) আদিপুস্তক সবকিছুর প্রথম পুস্তক। এখানে প্রথম বিবাহ, প্রথম পরিবার, প্রথম জন্মগ্রহণ, প্রথম পাপ, প্রথম হত্যা, প্রথম বহুবিবাহ (যেমন একজন বিবাহিত ব্যক্তির বহু স্ত্রী), প্রথম বাদ্যযন্ত্র, প্রথম মুক্তির প্রতিজ্ঞা এবং এই ধরনের আরও অনেক কিছুর

প্রশ্ন ১৪) আদিপুস্তকে কতগুলি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বর্ণনা করে হয়েছে?

প্রশ্ন ১৫) এইসকল বৈশিষ্ট্যগুলির পাঁচটি লিখুন?

নূতন নিয়মে পূর্ণতালাভ

পুস্তক পরিচিতির মধ্যে নূতন নিয়মে পূর্ণতালাভ অনুচ্ছেদটিতে বর্ণনা করা হয়েছে, একটি বিশেষ পুরাতন নিয়মের পুস্তকে আলোচিত বহু ঘটনা, শিক্ষা ও ভাববাণীগুলি কিভাবে নূতন নিয়মে পূর্ণতালাভ করে। নানাভাবে পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলি নূতন নিয়মের পুস্তকগুলির উদ্দেশ্য স্থানটির আয়োজন করে। পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলির অন্তর্গত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি সোজাসুজি ভাবে (স্পষ্টতঃ) নূতন নিয়মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বহুক্ষেত্রে সেই পুস্তকে বর্ণিত নূতন নিয়মের যেকোনো ঘটনা ও শিক্ষাগুলির এক স্পষ্ট ধারণা ব্যতীত পুরাতন নিয়মের পুস্তক খানার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়ে পড়ে।

বিষয়টি দেখুন >> আদিপুস্তকের পুস্তক পরিচিতিতে নূতন নিয়মে পূর্ণতালাভ অনুচ্ছেদটি ব্যবহার আপনাকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে সাহায্য করবে।

নূতন নিয়মে পূর্ণতালাভ

আদিপুস্তকের মধ্যে ঈশ্বরের সঙ্গে লোকেদের সম্পর্ক ফিরিয়ে আনার জন্য ঐশ্বরিক পরিকল্পনার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ ইতিহাসের কথা বলা হয়েছে। এটি মূলতঃ একজন বিশিষ্ট মুক্তিদাতা- ঈশ্বরের পুত্র, যীশুর মাধ্যমে ঘটে, যিনি নারীর বংশে জন্মগ্রহণ করবেন (৩ঃ১৫), তিনি শেথের বংশের মাধ্যমে (৪ঃ২৫-২৬); শেমের বংশের মাধ্যমে (৯ঃ২৬-২৭), এবং অব্রাহামের (১২ঃ৩) বংশের মাধ্যমেই জন্মগ্রহণ করবেন। নূতন নিয়ম আদি ১২ঃ৩ পদটিতে সরাসরি প্রয়োগ করে দেখিয়েছে যে, ঈশ্বরই যীশু খ্রীষ্টকে প্রেরণ করেন (গালা ৩ঃ১৬,২৯)। আদিপুস্তকের অসংখ্য লোক ও ঘটনার কথা নূতন নিয়মে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বিশ্বাষ ও ধার্মিকতা সম্পর্কে (রোমীয় ৪; ইব্রীয় ১১ঃ১-২২), ঈশ্বরের বিচার দণ্ড সম্পর্কে (লূক ১৭ঃ২৬-২৯,৩২; ২ পিতর ৩ঃ৬; যিহুদা ১ঃ৭,১১ক) এবং খ্রীষ্ট সম্পর্কে (মথি ১ঃ১; যোহন ৮ঃ৫৮; ইব্রীয় ৭)।

প্রশ্ন ১৬) চারটি বংশের মাধ্যমে একজন মুক্তিদাতার আগমনের কথা আদিপুস্তকে প্রকাশ করা হয়েছে তারা কে কে? _____

_____

প্রশ্ন ১৭) আদিপুস্তকের অসংখ্য লোক ও ঘটনার কথা 'বিশ্বাস ও ধার্মিকতা সম্পর্কে' নূতন নিয়মের উল্লেখ করা হয়েছে। তিনজন অথবা চারজনের নামের তালিকাদিন যাদের নাম ইব্রীয় ১১ঃ১-২২ পদে উল্লেখ করা হয়। _____

_____

_____

সাহায্যমূলক টীকা ঃ

পুরাতন নিয়মের পুস্তক সমূহ

নূতন নিয়মে ২৭টি পুস্তক আছে। এই পুস্তকগুলিতে যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও মৃত্যুর বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, যিনি পুরাতন নিয়মে আরম্ভ হওয়া প্রায়শ্চিত্তের কাজ সমাপ্ত করেন। এ সকল পুস্তকগুলিতে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর জন্ম ও বৃদ্ধির কথাও লিপিবদ্ধ করা আছে। আমরা নূতন নিয়মের পুস্তকগুলি চারটি ধারাবাহিক অংশে ভাগ করতে পারি।

১। **ঐতিহাসিক পুস্তক ঃ** মথি, মার্ক, লূক, যোহন, প্রেরিতের কার্য বিবরণ

২। **পৌলের লেখা পত্রাবলী ঃ** রোমীয়, ১ ও ২ করিন্থীয়, গালাতীয়, ইফিষীয়, ফিলিপীয়, কলসীয়, ১ এবং ২ থিষলনীকীয়, ১ এবং ২ তীমথিয়, তীত, ফিলীমন

৩। **সকলের উদ্দেশ্যে পত্রাবলী ঃ** ইব্রীয়, যাকোব, ১ এবং ২ পিতর, ১,২ এবং ৩ যোহন, যিহুদা

৪। **রহস্যোদ্ঘাটন মূলক (এ্যাপোক্যালিপটিক) ঃ** প্রকাশিত বাক্য

প্রতিটি পুস্তকের নাম এবং বাইবেলে তার অবস্থানটি সূচীপত্রের মধ্যে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক পুস্তকের শব্দ সংক্ষেপ, যা আপনার বাইবেলের সমগ্র শাস্ত্র পাঠের বিষয়বস্তুর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, শব্দ সংক্ষেপের তালিকাতে খুঁজে পাবেন (সূচীপত্রের পর ৩ পৃষ্ঠাতে)।

2 বিষয়ের শিরোনাম

পবিত্র বাইবেলের প্রতিটি অংশের বিষয় ও সারমর্ম আপনি সহজেই যেন বুঝতে পারেন সেই কারণে প্রত্যেকটির অংশের জন্য একটি করে শিরোনাম দেওয়া হয়েছে। এইসকল শিরোনামগুলি সংক্ষিপ্ত শব্দগুচ্ছ যা একটি দলবদ্ধ পদসমূহের বিষয়বস্তুটি ঘোষণা করে। প্রায়শই শিরোনামগুলি একটি অধ্যায়ের শুরুতে দেখা যায়, কিন্তু কখনও কখনও আপনি অধ্যায়ের ভেতরেও দেখতে পাবেন। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে কোথায় একটি নতুন অংশ অথবা বিষয়বস্তু শুরু হয়।

বিষয়টি দেখুন >> বিজয় বাইবেলে ২২ এবং ২৬ পৃষ্ঠায় আদিপুস্তকের প্রথম শিরোনাম দুটি লক্ষ্য করুন।

২২ আদিপুস্তক ১ঃ৮

আদিতে

১ আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন।
২পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরেরআত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

৩ পরে ঈশ্বর কহিলেন, "দীপ্তি হউক", তাহাতে দীপ্তি হইল। ৪তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন, এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক করিলেন।

১ঃ১ যোহন ১ঃ১-২
যিশাইয় ৪২ঃ৫; ৪৪ঃ২৪; ৪৫ঃ১২,১৮
১ঃ৩ গীত ৩৩ঃ৬,৯
খ২করি ৪ঃ৬

১ঃ৫ গীত ৭৪ঃ১৬
১ঃ৬ যির ১০ঃ১২

৫ আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম 'দিবস'এবং অন্ধকারের নাম 'রাত্রি' রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইল প্রথম দিবস হইল।
৬ পরে ঈশ্বর কহিলেন, "জলের মধ্যে বিতান হউক, ও জলকে দুইভাগে পৃথক করুক।" ৭ঈশ্বর এইরূপে বিতান করিয়া বিতানের উর্দ্ধস্থিত জল হইতে বিতানের অধঃস্থিত জলপৃথক করিলে, তাহাতে সেইরূপ হইল। ৮ পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন।

প্রশ্ন ১) আদিপুস্তকের প্রথম বিষয়বস্তুর শিরোনাম কি? _____

_____

প্রশ্ন ২) কোথায় সেটি অবস্থিত? _____

_____

প্রশ্ন ৩) আদিপুস্তকের দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর শিরোনাম কি? _____

_____

প্রশ্ন ৪) কোথায় সেটি অবস্থিত? _____

_____

প্রথম শিরোনামটি আদিপুস্তক ১ঃ১ থেকে ২ঃ৩ অংশ পর্যন্ত বিষয়গুলি উপস্থাপিত করে। আদিপুস্তকের ২ঃ৪ থেকে ২৫ অধ্যায় পর্যন্ত বিষয়গুলি দ্বিতীয় শিরোনামটি তুলে ধরে। এই সকল শিরোনাম পাঠ করার সময়ে আপনি লক্ষ্য করুন প্রতিটির অন্তর্গত কতগুলি পদ অথবা অনুচ্ছেদ রয়েছে। প্রত্যেক শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত পদ ও অনুচ্ছেদগুলিতে মনোনিবেশ করা অনুসারে উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন কিভাবে সেগুলি শিরোনামের বিষয়টির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে।

সাহায্যমূলক টীকা ঃ

অধ্যায় ও পদসমূহ

বাইবেল বিভিন্ন পুস্তকের মত নানান অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত। নীচের চিত্রটির মধ্যে বড় ১ সংখ্যাটি লক্ষ্য করুন। এই সংখ্যা আদি পুস্তকের ১ অধ্যায়টি চিহ্নিত করে।

প্রতিটি অধ্যায় পুনরায় পদসমূহ দ্বারা বিভক্ত যেগুলি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। একটি পদে সাধারণতঃ একটি বাক্য থাকে আবার একটির বেশীও বাক্য থাকতে পারে।

নিম্নের চিত্রটিতে "পৃথিবী ঘোর শূন্য ছিল" অনুচ্ছেদটির ঠিক সামনে একটু উপরে ছোট অক্ষরে লেখা ২ সংখ্যাটি লক্ষ্য করুন। এই সংখ্যাটি আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পদটির আরম্ভ সূচিত করে। আমাদের সেটি লিখতে হবে এইভাবে যেমন আদিপুস্তক ১ঃ২।

আদিতে

১ আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল
ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। [২]পৃথিবী
ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার
জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের
আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি
করিতেছিলেন।

বাইবেল যখন প্রথম লেখা হয়েছিল তখন পুস্তকটি অধ্যায় ও পদসমূহ দ্বারা বিভক্ত ছিল না। এই সকল সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত বিভাজনগুলি বহু বছর বাদে যুক্ত হয়েছে। সেগুলি আমাদেরকে বাইবেলের অতিশয় নির্দিষ্ট অংশগুলি উল্লেখ করতে সাহায্য করে। বাইবেলের প্রতিটি পদের ঠিকানার মত সেগুলি কাজ করে। এই সকল "ঠিকানাগুলি"কে রেফারেন্স অনুসারে নির্দেশ করা হয়।

3 রেফারেন্স (নির্দেশ)

বিজয় বাইবেলে আপনার সাহায্যের জন্য রেফারেন্সগুলির এক সাহায্যমূলক পদ্ধতি প্রদান করা হয়েছে যাতে আপনি বাইবেলের কোন একটি শাস্ত্রের সঙ্গে একই চিন্তা যুক্ত অন্যান্য অংশের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন। বাইবেলে ৩১, ১০২ পদসমূহ থাকাসত্ত্বেও, এই ধরনের পদ্ধতি সমগ্র বাইবেলের পদসমূহের অনুসন্ধান সহজ করে তোলে যেগুলি কোনোভাবে আপনার অধ্যয়ন করতে চাওয়ার পদ বা অনুচ্ছেদ কিংবা বাক্য অথবা বিষয়গুলির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে। এই পদ্ধতির তিনটি ভাগ রয়েছে ঃ

- সম্পর্কযুক্ত নির্দেশ
- অনুরূপ অনুচ্ছেদগুলি
- সমতুল্য নির্দেশ গুলি (রেফারেন্সগুলি)

সম্পর্কযুক্ত নির্দেশ

একটি সম্পর্কযুক্ত নির্দেশ বাইবেলের যেকোনো স্থানের এক পদের নির্দেশ যা কোনোভাবে অন্য আরেকটি পদ কিংবা একাধিক পদ সমূহের বর্ণনা দেয় / যোগসূত্র স্থাপন করে। এই বিস্তৃত এবং ব্যাপক সম্পর্কযুক্ত নির্দেশগুলির সংযুক্ত তালিকা আপনার বাইবেলে সচরাচর পৃষ্ঠার মাঝের একটি পৃথক কলমে রাখা হয়েছে। এই কলমে মোটা অক্ষরে লেখা সংখ্যাগুলি হল সেই চিহ্ন যেটি প্রকাশ করে পৃষ্ঠার কোন নির্দিষ্ট অতিরিক্ত নির্দেশরূপে যোগসূত্র স্থাপন করে। (কিছু কিছু বাইবেল বর্ণমালার বাঁকা অক্ষরে উঁচুতে লেখা চিহ্নরূপে আরও বিস্তৃত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়)। বাইবেলের প্রথম পৃষ্ঠার আদিপুস্তক পাঠ্যাংশের মাঝের কলমে ব্যাখ্যাটি লক্ষ্য করুন। প্রথম অনুচ্ছেদটি হল **১ঃ১** যা মোটা অক্ষরে লেখা থাকে। এটি আদিপুস্তকের ১ঃ১ নির্দেশ করে।

পাঁচটি নির্দেশ লক্ষ্য করুন যা **১ঃ১** কে অনুসরণ করে, যেমন ১ঃ১গীত ১০২ঃ২৫; হিতো ৮ঃ২৩; যিশা ৪০ঃ২১; ৪১ঃ৪; ২৬; যোহন ১ঃ১-২ এই সকল পদগুলির প্রত্যেকটি বাইবেলের অন্যান্য বইগুলিতে দেখা যায় যেগুলি কোনোভাবে আদিপুস্তক ১ঃ১ পদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে।

বিষয়টি দেখুন >> আদিপুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠার মাঝের কলামটি দেখুন। সেখানকার সম্পর্কযুক্ত নির্দেশগুলির ব্যবহার অনুশীলন করুন।

আদিতে

১ আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও
পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। ২পৃথিবী
ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার
জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের
আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি
করিতেছিলেন।
৩পরে ঈশ্বর কহিলেন, "দীপ্তি
হউক, তাহাতে দীপ্তি হইল।" ৪তখন
ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন, এবং ঈশ্বর
অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক করিলেন।
৫আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও
অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। আর
সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে

১ঃ১ গীত ১০২ঃ২৫
হিতো ৮ঃ২৩ যিশা ৪০ঃ
২১; ৪১ঃ৪; ২৬;
যোহন ১ঃ১-২ রাজ
২১, ২৭; আদি ২ঃ৩
রাজ ৬; নহি ৯ঃ৬;
ইয়োব ৯ঃ৮; ৩৭ঃ১৮;
গীত ৯৬ঃ৫; ১০৪ঃ২;
১১৫ঃ১৫, ১২১ঃ২;
১৩৬ঃ৫; যিশা ৪০ঃ
২২; ৪২ঃ৫; ৫১ঃ১৩;
যির ১০ঃ১২; ৫১ঃ১৫
আদি ১০ঃ১৯ ২ রাজা
১৯ঃ১৫; নহি ৯ঃ৬
ইয়োব ৩৮ঃ৪; গীত
৯০ঃ২; ১৩৬ঃ৬;
১৪৬ঃ৬

দ্বিতীয় দিবস হইল
৯পরে ঈশ্বর কহিলেন,
"আকাশ মণ্ডলের নীচস্থ সমস্ত জল
একস্থানে সংগৃহীত হউক ও স্থল
স্বপ্রকাশ হউক", তাহাতে সেইরূপ
হইল। ১০তখন ঈশ্বর স্থলের নাম
ভূমি ও জলরাশির নাম সমুদ্র
রাখিলেন, আর ঈশ্বর দেখিলেন যে,
তাহা উত্তম।

১ঃ২ আদি ৮ঃ২; ইয়োব ৭ঃ১২;
২৬ঃ৮; ৩৮ঃ৯; গীত ৩৬ঃ৬; ৪২ঃ
৭; ১০৪ঃ৬; ১০৭ঃ২৪; হিতো
৩০ঃ৪; আদি ২ঃ৭; ইয়োব ৩৩ঃ
৪; গীত ১০৪ঃ৩০; যিশা ৩২ঃ১৫

প্রশ্ন ১) প্রথম সম্পর্কযুক্ত নির্দেশ গীতসংহিতা ১০২ঃ২৫ পদটি খুঁজে বার করুন। আদিপুস্তক ১ঃ১ এবং গীতসংহিতা ১০২ঃ২৫ উভয় পদ দুটিতেই ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দগুচ্ছ লিখুন। _____

_____

_____

প্রশ্ন ২) মাঝের কলামে ১ঃ১ অন্তর্গত কতগুলি নির্দেশ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে? _____

_____

প্রশ্ন ৩) বহু মনোনয়ন থেকে অন্য আরেকটি পদ নির্বাচন করে আদিপুস্তক ১ঃ১ পদটির সঙ্গে কিভাবে যেটি যোগসূত্র স্থাপন করে তা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করুন। _____

_____

_____

প্রশ্ন ৪) আদিপুস্তক ১ঃ৪ এবং ১ঃ৮ পদের ক্ষেত্রে আপনার নির্দেশ কলামে কতগুলি নির্দেশ উল্লেখ করা আছে সেটির তালিকা করুন। _____

_____

লক্ষ্যকরুন >> কিছু কিছু বাইবেল পুস্তকে সকল সম্পর্কযুক্ত নির্দেশগুলি মাঝের কলামে ধরে না। এ সকল ক্ষেত্রে শাস্ত্রের বাম দিকের কলামের নীচের দিকে আপনি "অতিরিক্ত" নির্দেশগুলি দেখতে পাবেন।

"সদাপ্রভুর সাক্ষাতে পরাক্রান্ত ব্যাধ নিম্রোদের তুল্য"। [১০]শিনিয়র দেশে বাবিল, এরক, অক্কদ ও কল্‌নী, এই সকল স্থান তাঁহার রাজ্যের প্রথম অংশ ছিল। [১১]যেই দেশ হইতে তিনি নীনবী, রহোবোৎ-পুরী, কেলহ এবং [১২]নীনবী ও কেলহের মধ্যস্থিত রেষণ পত্তন করিলেন, উহা মহানগর।
[১৩]আর লুদীয়, অনামীয়, লহাবীয়, নপ্তুহীয়, পথ্রোষীয়, পলেষ্টীয়দের আদিপুরুষ কস্‌লূহীয় এবং কপ্তোরীয়, এই সকল মিসরের সন্তান।

যিহিঃ ২৭ঃ১৫; ২০; ৩৮ঃ১৩
১০ঃ৮ মীনা ৫ঃ৬
১০ঃ৯ ২বংশা ১৪ঃ৯ ১৬ঃ৮; যিশা ১৮ঃ২ আদি ২৫ঃ২৭; ২৭ঃ৩
১০ঃ১০ আদি ১১ঃ৯ ২বংশা ৩৬ঃ১৭; যিশা ১৩ঃ১; ৪৭ঃ১; যির ২১ঃ২; ২৫ঃ১২; ৫০ঃ ১ ইষ্রা ৪ঃ৯ যিশা ১০ঃ ৯; আমোষ ৬ঃ২ আদি ১১ঃ২; ১৫ঃ১ সখ ৫ঃ ১১; ১০ঃ১১ গীত ৪৩ঃ ৮ মীখা ৫ঃ৬; ২রাজা ১৯ঃ৩৬ যিশা ৩৭ঃ৩৭ যোহন ১ঃ২

১০ঃ১৪ আদি ২১ঃ৩২, ৩৪; ২৬ঃ১,৮; যিহো ১০ঃ২; বিচার ৩ঃ৩; যিশা ১০ঃ৩১; যির ৪৭ঃ১,৪; আমোষ ৯ঃ৭; দ্বি,বি ২ঃ ২৩; ১ বংশা ১ঃ১২; ১০ঃ ১৫; দেঃ আদি ৯ঃ১৮; পঃ ১৯; যিহো ১১ঃ৮; বিচার ১০ঃ৬; যিশা ২৩ঃ২,৪; যির ২৫ঃ২২; ২৭ঃ৩; ৪৭ঃ৫; যিহি ২৮ঃ২১; ৩২ঃ৩০; যোয়েল ৩ঃ৪;

অতিরিক্ত

মাঝের কলামে নির্দেশগুলি আপনি হয়ত লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন একটি পদের সামনে 'দে' লেখা আছে। এই 'দে' অক্ষরটি একটি অথবা আরওবেশী নির্দেশের সংকেত যা শাস্ত্রের উল্লেখিত শব্দের অথবা প্রসঙ্গের সামান্য পৃথক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরে।

মথি ১

যীশু খ্রীষ্টের বংশ তালিকা

১ঃ১-১৭ অনু ঃ প - লূক ৩ঃ ২৩-৩৮
১ঃ৩-৬ অনু ঃ প - রূৎ ৪ঃ ১৮-২২
১ঃ৭-১১ অনু ঃ প - ১বংশা ৩ঃ ১০-১৭

১ **যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলি-পত্রে, তিনি দায়ূদের সন্তান, অব্রাহামের সন্তান।**

৪

১ঃ১ ২ শমূ ৭ঃ১২-১৬; যিশা ৯ঃ৬; ৭; ১১ঃ১; যির ২৩ঃ৫,৬; দেঃ ম থি ৯ঃ২৭; লূক ১ঃ ৩২,৬৯; প্রকা ২২ঃ১৬; আদি ২২ঃ১৮
দেঃ গালা ২৩ঃ৩১৬; ১ঃ২ আদি ২১ঃ৩; ১২ আদি ২৫ঃ২৬; আদি ২৯ঃ৩৫; ৪৯ঃ১০;

৯ ঊষিয়ের পুত্র যোহন, যোহনের পুত্র আহম, আহমের পুত্র হিষ্কিয়, ১০হিষ্কিয়ের পুত্র মনঃশি, মনঃশির পুত্র আমোন, আমোনের পুত্র যোশিয়, ১১ যোশিয়ের সন্তান যিকনিয়

বিষয়টি দেখুন >> বাইবেলের প্রথম পৃষ্ঠায় আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ের ডানদিকের কলমের নীচে অতিরিক্ত নির্দেশগুলি খুঁজে বার করুন। ১ঃ৬ অংশটি খুঁজে বার করে দ্বিতীয় "দে" অক্ষরটি লক্ষ্য করুন।

প্রশ্ন ৫) এই দেঃ অক্ষরটির পরে কতগুলি পদ উল্লেখ করা হয়েছে? _____

_____

প্রশ্ন ৬) এই সকল পদসমষ্টির একটি বেছেনিয়ে সম্পূর্ণভাবে পদটি লিখুন।

_____

_____

প্রশ্ন ৭) কিভাবে সেই পদটি আদিপুস্তক ১ঃ৬ পদটির বিষয়ে আপনার ধারণা বৃদ্ধি করে?_____

_____

_____

_____

অনুরূপ ও সমতুল্য অনুচ্ছেদগুলি

অন্য আরেকটি রেফারেন্স পদ্ধতি আপনি সাহায্যমূলক রূপে দেখতে পাবেন যাকে অনুরূপ অনুচ্ছেদ রূপে নির্দেশ করা হয়। শাস্ত্রের দুটি অথবা আরও অধিক অনুচ্ছেদ যখন প্রায় একরকম কিংবা একই ঘটনা ব্যক্ত করে, এই অনুরূপ অংশটি ঐসকল অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তুর শিরোনামের ঠিক নীচে লেখা হয়। একইরকম কিংবা প্রায় একই ধরনের অনুচ্ছেদগুলি অনু ঃ প দ্বারা চিহ্নিত করা হয় - যেগুলি ঠিক একই ঘটনার কথা ব্যক্ত করে না মিল (reference) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

বিষয়টি দেখুন >> চিত্রটিতে আপনি কি অনুরূপ অনুচ্ছেদ দেখতে পান?

মথি ১

যীশু খ্রীষ্টের বংশ তালিকা

১ঃ১-১৭ অনু ঃ প - লূক ৩ঃ২৩-৩৮
১ঃ৩-৬ অনু ঃ প - রূৎ ৪ঃ১৮-২২
১ঃ৭-১১ অনু ঃ প - ১বংশা ৩ঃ১০-১৭

১ **যীশু খ্রীষ্টের বংশাবলি- পত্রে, তিনি দায়ূদের সন্তান, অব্রাহামের সন্তান।**

৪

১ঃ১ ২ শমূ ৭ঃ১২-১৬;
যিশা ৯ঃ৬; ৭; ১১ঃ১;
যির ২৩ঃ৫,৬;
দেঃ ম থি ৯ঃ২৭; লূক ১ঃ ৩২,৬৯; প্রকা ২২ঃ১৬;
আদি ২২ঃ১৮;
দেঃ গালা ৩ঃ১৬;
১ঃ২ আদি ২১ঃ৩;

৯ ঊষিয়ের পুত্র যোহন, যোহনের পুত্র আহম, আহমের পুত্র হিষ্কিয়, ১০হিষ্কিয়ের পুত্র মনঃশি, মনঃশির পুত্র আমোন,

মথির প্রথম অধ্যায়ের উপরোক্ত শিরোনাম হল ঃ যীশুর বংশতালিকা। ঠিক এই শিরোনামের অনুরূপ অনুচ্ছেদের তিনটি ধাপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ঠিক যেন একটি ট্রেনের সমান্তরাল রেল লাইন, অনুরূপ অনুচ্ছেদগুলি পাশাপাশি চলে - উভয়ই একই ভাবধারা প্রকাশ করে। মথি ১ঃ১ উদ্দেশ্যে শিরোনামের অন্তর্গত অনুরূপ অনুচ্ছেদ গুলির প্রথম লাইনটি লক্ষ্য করুন।

এই লাইনটি ব্যক্ত করে ঃ ১ঃ১-১৭ অনু ঃ প - লূক ৩ঃ২৩-৩৮ বিষয়টি আপনাকে বোঝাতে চায় যে মথি ১ঃ১-১৭, লূক ৩ঃ২৩-৩৮ পদের অনুরূপ এবং আপনি সেটি দেখতেও পাবেন, মথি ১ঃ১-১৭ পদের মত সেটিও যীশুর বংশতালিকা সম্পর্কিত।

বিষয়টি দেখুন >> মথি ১ঃ১-এর শিরোনামের অন্তর্গত দ্বিতীয় লাইনটি দেখুন।

প্রশ্ন ৮) মথি ১ঃ৩-৬ পদের অনুরূপ অনুচ্ছেদটি কি? _____

_____

প্রশ্ন ৯) পুরাতন নিয়মের অনুরূপ অনুচ্ছেদ পাঠ করুন। দেখুন উভয় অনুচ্ছেদ কোন্ বিষয়টি বর্ণনা করে? _____

_____

অনুরূপ অনুচ্ছেদ গুলির মত, সমতুল্য অনুচ্ছেদ গুলি ঠিক একই ঘটনা অথবা শিক্ষার বিষয় আলোচনা করে না। তবুও একটি অনুচ্ছেদ অন্য আরেকটির উপর কিছুটা আলোকপাত করে থাকতে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে আপনি 'অনু ঃ প' লেখার পরিবর্তে 'মিল' লেখাটি দেখতে পারেন।

বিষয়টি দেখুন >> আপনার বাইবেল খুলে মথি ২৫ঃ১৪ পদটি লক্ষ্য করুন।

দশ তালন্তের দৃষ্টান্ত
২৫ঃ১৪-৩০মিল - লূক ১৯ঃ১২-২৭

১৪কারণ মনে কর, যেন কোন ব্যক্তি বিদেশে
যাইতেছেন, তিনি আপন দাসদিগকে ডাকিয়া নিজ
সম্পত্তি তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ১৫তিনি
একজন পাঁচ তালন্ত, অন্য জনকে দুই তালন্ত, এবং
আর একজনকে এক তালন্ত, যাহার যেরূপ শক্তি,
তাহাকে তদনুসারে দিলেন, পরে বিদেশে চলিয়া
গেলেন। ১৬যে পাঁচ তালন্ত পাইয়াছিল, সে তখনই
গেল, তাহা দিয়া ব্যবসা করিল, এবং আর পাঁচ তালন্ত
লাভ করিল। ১৭যে দুই তালন্ত পাইয়াছিল

দুষ্ট অলস দাস, তুমি নাকি জানিতে, আমি যেখানে
বুনি নাই, সেইখানে কাটি, এবং সেখানে ছড়াই নাই,
সেইখানে কুড়াই? ২৭তবে পোদ্দারদের হাতে
আমাদের টাকা রাখিয়া দেওয়া তোমার উচিত ছিল,
তাহা করিলে আমি আসিয়া আমার যাহা তাহা সুদের
সহিত পাইতাম।
২৮অতএব তোমরা ইহার নিকট হইতে ঐ
তালন্ত লও, এবং যাহার দশ তালন্ত আছে, তাহাকে
দাও, ২৯কেননা যে কোন ব্যক্তির নিকটে আছে,
তাহাকে দত্ত হইবে, তাহাতে তাহার বাহুল্য হইবে,
কিন্তু যাহার নাই, তাহার যাহা আছে, তাহাও তাহার
নিকট হইতে নীত হইবে।

দশ তালন্তের দৃষ্টান্তের শিরোনামের নীচের অংশটি দেখুন। লেখাআছে ২৫ঃ১৪-৩০ মিল - লূক ১৯ঃ১২-২৭ মিল অক্ষরটি - রেফারেন্সের সংক্ষিপ্ত করণ। আপনি লূক ১৯ঃ১২-২৭ পদ পাঠ করার সময় মথি ২৫ঃ১৪ পদের মত একই ধরনের দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করবেন। যদিও এই দৃষ্টান্ত কিছুটা অন্য ধরনের কিন্তু উভয়ই তিনটি সত্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

প্রশ্ন ১০) উভয় দৃষ্টান্তের মধ্যে গুরুত্ব আরোপিত তিনটি সত্যতার তালিকা করুন। _____

_____

_____

_____

সাহায্যমূলক টীকা ঃ

বাইবেলের আকর্ষনকারী ঘটনাবলী

- পুরাতন নিয়মের অধিকাংশ হিব্রুভাষায় রচিত এবং কিছু অল্প সংখ্যক অংশগুলি অরামিক ভাষায় লেখা ছিল।

- আদিতে নূতন নিয়ম লেখা হয়েছিল কোইনি (Koine) গ্রীক ভাষায়।

- ১৪৫০ সালে নতুনভাবে উদ্ভাবিত গুটেনবার্গ প্রিন্টিং প্রেসে ল্যাটিন ভাষায় প্রথম বাইবেল ছাপা হয়েছিল।

- প্রথম ইংরাজী বাইবেল ছাপা হয় ১৫৩৫ সালে।

- ২০০৭ সালের মধ্যে বাইবেল ৪২৯ ভাষাতে অনূদিত হয়েছে। বাইবেলের কিছু কিছু অংশ ২,৪২৬ ভাষাতে অনুদিত হয়ে থাকে।

- জগতের ইতিহাসে দেখলে দেখা যায় অন্যান্য যে কোনো পুস্তক অপেক্ষা বাইবেল পুস্তক অধিক পরিমাণে ছাপা হয়েছে।

4 মূল পদসমূহের উদ্দেশ্যে অধ্যয়ন টীকাগুলি

আপনার বাইবেলের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠার নীচে অধ্যয়নের সুবিধার জন্য সেই পৃষ্ঠার মূল পদসমূহ সম্পর্কিত কিছু টীকা আপনি দেখতে পাবেন। এ সকল টীকাগুলি পবিত্র আত্মা পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা লেখা হয়েছে। সেগুলি শব্দ এবং শব্দগুচ্ছের অর্থ ব্যাখ্যা করে। সেগুলি আবার বাইবেলের বিভিন্ন মতবাদ ও সত্যগুলির সঠিক বর্ণনা দেয় ও ব্যাখ্যা করে। এই টীকাগুলিতে বিশ্বাস, বাধ্যতা, প্রার্থনা এবং অনুগ্রহের বিবিধ উপায়ের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে পাঠকের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বজায় রাখার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এই টীকাগুলি ঈশ্বরের সঙ্গে দৈনন্দিন খ্রীষ্টিয় জীবনে পথ চলার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করে। এগুলিতে জীবনের উদ্দেশ্যে আরও উপকারী তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেমন ঐশ্বরিকভাবে ছেলেমেয়েদের গঠন করার পদ্ধতি, দুশ্চিন্তা ও প্রলোভনের উপর বিজয় লাভ করা।

বিষয়টি দেখুন >> আপনার বাইবেলের শাস্ত্রাংশের প্রথম পৃষ্ঠাটি দেখুন (আদি পুস্তকের প্রথম অধ্যায়)। পৃষ্ঠার নীচে আপনি কি অধ্যয়ন টীকাগুলি লক্ষ্য করেন?

১ঃ১ আদিতে ঈশ্বর..... সৃষ্টি করিলেন। এখানে আদিতে কথাটির উপরে জোর দেওয়া হয়েছে, এবং বাস্তব একটা কিছু আরম্ভ হওয়ার ঘটনার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। অন্যান্য প্রাচীন ধর্মগুলি যখন সৃষ্টির ঘটনার কথা বলে, তারা তখন যা ছিল তা থেকে এটা উৎপত্তি হবার কথা বলে। কিন্তু বাইবেলে ঈশ্বর প্রকাশিত হয়েছেন একজন স্বয়ংজীবি ব্যক্তিসত্ত্বা রূপে যিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা আর তিনি শূন্য থেকে সব কিছু সৃষ্টি করেন। ঈশ্বর হলেন এক অসীম, অনন্ত স্বয়ংজীবি একমাত্র সত্য। ঈশ্বর (অনাদিকাল বিরাজিত) যিনি বাইবেলের প্রথম পদে স্বর্গ ও মর্ত্তের সৃষ্টিকর্তা রূপে স্বয়ং নিজেকে প্রকাশ করেন। সমগ্র বাইবেল জুড়ে ঈশ্বরের পূর্ণ প্রকৃতি বর্ণিত হয়েছে। শাস্ত্রগুলি প্রাথমিক ধারণাসকল উদ্‌ঘাটন করে (যথা বোধগম্য ধারণা গুলি) যেটি আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রকৃতি জানতে সাহায্য করে। বাইবেলে ঈশ্বর প্রকাশিত হয়েছেন সর্ব্ব শক্তিমান (যিশা ৪০ঃ১৫; দানি ৪ঃ ৩৪-৩৫), সর্ব্বত্র বিরাজিত (গীত ১৩৯ঃ৭-১০; মথি ৬ঃ২৫-২৯) ব্যক্তিস্বত্ত্বা রূপে। তাঁর পূর্ণ প্রকৃতি ছাড়াও ঈশ্বর প্রকাশিত হয়েছেন এক নৈতিক স্বত্ত্বারূপে। তিনি উত্তম (গীত ৮৯ঃ৪৯; ১যোহন ৪ঃ৮), পবিত্র (লেবীয় ১১ঃ৪৪; যিশা ৬ঃ১-৫) এবং ধার্মিক (দ্বি বি ৩২ঃ৪; গীত ৭১ঃ১৯)। যারা এক পতিত কিংবা বিনষ্ট জগতের, যেখানে লোকেরা ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করে ও তাদের নিজের পথে চলে, ঈশ্বরের পরিত্রাণ সাধনের ভেতর দিয়ে অধিকার বজায় রাখার দাবীগুলির অতিরিক্ত ব্যাখ্যা আলোচিত হয়। পরিত্রাণ সাধন নির্দেশ দেয় ঈশ্বরের পরিকল্পনার, তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধিতা করার থেকে, ব্যক্তিদের 'উদ্ধার' অথবা 'সংশোধন' করা এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সঠিক সম্পর্ক বজায় রাখা (যাত্রা ৬ঃ৬; ১৫ঃ১৩; দ্বিবি ২১ঃ৮; লূক ১ঃ৬৮; রোমীয় ৩ঃ ২৪; গালা ৩ঃ১৩; ১ পিতর ১ঃ১৮)।

১ঃ২ পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল। সৃষ্টির কাজে ঈশ্বর যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন, এবং সৃষ্টিতে পবিত্র আত্মার যে ভূমিকা ছিল, উভয়ই এই মাপের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে (২৪ পৃষ্ঠায় **সৃষ্টি** নামক প্রবন্ধটি দেখুন)।

১ঃ৩ দীপ্তি হউক। হিব্রু ভাষায় দীপ্তি কথাটি দ্বারা পৃথিবীর উপরে পতিত আলোক রশ্মির প্রাথমিক তরঙ্গগুলিকে বুঝায়। পরবর্তীকালে ঈশ্বর এই 'দীপ্তি গুলিকে' (হিব্রু 'মাত্তর' কথা দ্বারা আলোর বাহন গুলিকে বুঝায় ১৪ পদ) আকাশে স্থায়ী আলো উৎপাদনকারী ও প্রতিফলনকারী রূপে স্থাপন করলেন। এই আলো বহন কারীদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল চিহ্ন ও ঋতু এবং দিন ও বৎসরের লক্ষণ নির্ধারণ করা (৫, ১৪ পদ) সৃষ্টির কাজে ঈশ্বরের ভূমিকা সম্পর্কীয় মন্তব্যটির জন্য ২৪ পৃষ্ঠায় **সৃষ্টি** নামক প্রবন্ধটি দেখুন।

বিষয়টি দেখুন >> আপনার বাইবেলের শাস্ত্রাংশের প্রথম পৃষ্ঠাটি দেখুন (আদি পুস্তকের প্রথম অধ্যায়)। পৃষ্ঠার নীচে আপনি কি অধ্যয়ন টীকাগুলি লক্ষ্য করেন?

প্রশ্ন ১) আদিপুস্তক **১ঃ৫** পদের ক্ষেত্রে টীকাটি পড়ুন। 'দিন' শব্দটির জন্য হিব্রু শব্দ কি? _____

_____

প্রশ্ন ২) আদিপুস্তক **১ঃ৭** পদের টীকা পাঠ করুন। 'বিতান' শব্দটি কি নির্দেশ করে? _____

_____

প্রশ্ন ৩) আদিপুস্তক **১ঃ১০** পদের টীকা পাঠ করুন। সৃষ্টির পঞ্চম দিনে ঈশ্বর কি সৃষ্টি করলেন? _____

_____

প্রশ্ন ৪) সেই একই টীকাতে লক্ষ্য করুন ষষ্ঠ দিনে ঈশ্বর কি সৃষ্টি করলেন?

_____

_____

আপনার ব্যক্তিগত বাইবেল অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এইসকল বিস্তৃত টীকাগুলি অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনার এক অভূতপূর্ব উপায়রূপে সাহায্য করবে। অন্যান্যদের শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে পাঠগুলি প্রস্তুত করার জন্য এইসকল টীকাগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিষয়বস্তু দেওয়া হয়েছে। বিষয়বস্তুর সূচী আপনার বাইবেলের পেছনদিকে ১৭৩১ পৃষ্ঠায় শুরু হয় এবং সেখানে বাইবেল আলোচিত একাধিক বিষয়বস্তুর অধ্যয়নের টীকাগুলির সন্ধান তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

বিষয় বস্তুর সূচী

বিষয়বস্তুর সূচী আপনাকে বিভিন্ন অধ্যয়ন টীকা প্রবন্ধগুলির মধ্যে আলোচিত শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রসঙ্গগুলি খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। পৃষ্ঠার নম্বরগুলি বড় অক্ষরের দেওয়া হয়েছে।

অনন্ত জীবন
যোহন ১৭ঃ৩; ১যোহন ৫ঃ১২,১৩
পাপ এবং মন্দতার সহিত সহভাগিতা নাই
যোহন ৫ঃ২৯; ১যোহন ১ঃ৬,২৪; ৩ঃ ৯,১০,১৫

অপরাধ
আদি ৪২ঃ২১-৭৪
অবতার
দেখুন খ্রীষ্টের মানবরূপ ধারণ

আত্মা জয়
যিহি ৩৩ঃ৬; মথি ৯ঃ৩৭; লূক ১৫ঃ৪-৭; ১৯ঃ১; যোহন ৪ঃ৭, ৩৬; প্রেরিত ৪ঃ২০, ১৩ঃ৩১; রোমীয় ৯ঃ২; গালা ৪ঃ১৯; ১পিতর ৩ঃ১

5 মূল আলোচ্য অংশের উপর প্রবন্ধগুলি

বিজয় বাইবেলে এক বিস্তৃত বৈচিত্র্যময় প্রবন্ধগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয় যেখানে ৭৭ রকমের বিষয়বস্তুর বিশদ বিবরণ আলোচনা করা হয়েছে। এই সকল প্রবন্ধগুলি স্বাভাবিকভাবে প্রবন্ধের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত মূল শাস্ত্রাংশগুলির একটির কাছাকাছি অবস্থিত। প্রতিটি প্রবন্ধই এক একটি সোনার খনির মত, একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয়ের ভারি তথ্যাদির এক সম্পদ প্রদান করে। আপনি এই সকল ৭৭টি বিষয় বস্তুর পূর্ণ তালিকার জন্য বাইবেলের সামনের দিকে "সূচী ঃ প্রবন্ধ" অংশটি দেখুন। এই পৃষ্ঠায় সূচী ঃ প্রবন্ধ, অংশটিতে কেবলমাত্র প্রতিটি প্রবন্ধের বিষয় ও শিরোনাম লেখা আছে তা নয়, বাইবেলের পৃষ্ঠায় কোথায় অবস্থিত তারও ইঙ্গিত চিহ্ন দেওয়া রয়েছে।

সূচী ঃ প্রবন্ধ

সৃষ্টি	২৪	শয়তান ও মন্দ আত্মাদের উপর ক্ষমতা	২২৪২
অব্রাহামের আহ্বান	৪০	ভ্রান্ত শিক্ষকেরা	১২৬২
অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের সাথে ঈশ্বরের নিয়ম	৫৮	বিশ্বাসীদের অনুবর্তী চিহ্ন সমূহ	১২৬৮
ঈশ্বরের তত্ত্বাবধান	৮৪	নূতন নিয়মের যুগে দ্রাক্ষারস(১)	১২৮৬
নিস্তার পর্ব	১১০	যীশু এবং পবিত্র আত্মা	১২৯৬
পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থা	১২২	ধনসম্পদ ও দারিদ্র	১৩১০
প্রায়শ্চিত্তের দিন	১৭০	নূতন নিয়মের যুগে দ্রাক্ষারস(২)	১৩২২

বাইবেলের গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়গুলিকে নিয়ে নোটের চেয়ে বেশী আলোচনা সমৃদ্ধরূপে প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছে। সমগ্র বাইবেল থেকে সংগৃহীত অসংখ্য শাস্ত্রাংশের উল্লেখ করণ সহ ব্যাপক গবেষণার উপর ভিত্তিশীল ঘটনা গুলি এই তথ্যের অন্তর্ভূক্ত করা

হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে আপনার অধ্যয়ন প্রসারিত করার দিকে এই সকল তথ্যগুলি আপনি কাজে লাগাতে পারেন। অংশটি আপনাকে ব্যক্তিগত বাইবেল অধ্যয়ন অথবা নানান শিক্ষাগুলি, ধর্মোপদেশ গুলি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

বিষয়টি দেখুন >> আপনার বাইবেলে সবচেয়ে প্রথম প্রশ্নটি লক্ষ্য করুন। এই প্রশ্নটিতে সৃষ্টির সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আদিপুস্তক ১ ৬

সৃষ্টি

আদি ১ঃ১ "আদিতে ঈশ্বর আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন।"

সৃষ্টির ঈশ্বর। (১) বাইবেলে ঈশ্বর প্রকাশিত হয়েছেন এমন এক অসীম, অনন্ত, স্বয়ংজীবি ব্যক্তিরূপে - (আরম্ভ ও শেষ বিনা) যিনি সমস্ত কিছুর প্রথম কারণ (যথা মূল উৎষ, প্রবর্তক ও সৃষ্টিকর্তা)। আরও খুব সহজভাবে বাস্তব বিষয়ের বিবেচনা হল এমন কোন সময় ছিল না যখন ঈশ্বর ছিলেন না। মোশি নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে, "পর্বতগণের জন্ম হবার আগে, তুমি পৃথিবী ও জগৎকে জন্ম দিবার আগে এমনকি অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত তুমিই ঈশ্বর" (গীত ৯০ঃ২)। মোশি বলেছেন যে ঈশ্বর অনন্ত (চিরকাল) অসীমরূপে (যথা যার কোনো শেষ অথবা শুরু নেই) বিরাজ করতেন। স্বর্গে বা পৃথিবীতে যা কিছুসৃষ্টি হয়েছে তিনি সেই সমস্তের উর্দ্ধে বহুকাল থেকে স্থায়ীভাবে।

প্রশ্ন ১) আপনি লক্ষ্য করবেন এই প্রথম প্রবন্ধটি চারটি অংশে বিভক্ত। এই চারটি অংশের নামগুলি লিখুন। _____

_____

_____

_____

প্রশ্ন ২) প্রবন্ধের প্রথম অংশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি (২) দেখুন। সেখানে এই বাক্যটি খুঁজুন ও শেষ করুন ঃ "আদম ও হবা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হওয়ায় তারা _____

_____

বাইবেলের পেছন দিকে ১৭৩১ পৃষ্ঠার বিষয় বস্তুর সূচিতে অধ্যয়ন, টীকা ও প্রবন্ধ গুলির মধ্যে আলোচিত বিভিন্ন শাস্ত্রাংশ গুলির সন্ধান করার তালিকা দেওয়া আছে।

6 ১২ টি প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলির উদ্দেশে সারসূত্র

বিজয় বাইবেলের অনেক পৃষ্ঠাতেই উপর নীচে সোজাসুজি দাগের প্রান্তে মার্জিনের দিকে কতকগুলি প্রতীক চিহ্ন অথবা নানান বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেখতে পাবেন। এই সকল প্রতীকগুলি পবিত্র আত্মার পূর্ণতায় জীবন ধারণের ভাবধারার গুরুত্বপূর্ণ এক বিশেষ চিন্তাকে প্রতিনিধিত্ব করছে। প্রতিটি ছোট ছোট প্রতীক সম্পর্কযুক্ত পদগুলির সঙ্গে কোন চিন্তাটি যুক্ত আছে তার তথ্য দেবে। প্রতিটি উপর নীচে সোজাসুজি দাগের নীচে বাইবেলের একটি মূল আলোচ্যাংশ আছে যেটি নির্দিষ্ট চিন্তাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য মূল অংশের দিকে আপনাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। সারসূত্রের প্রতীকগুলি ও তাদের অর্থসমূহ নিম্নরূপ ঃ

সারসূত্র

এই বাইবেলের অনেক পৃষ্ঠাতেই উপর নীচে সোজাসুজি দাগের প্রান্তে মার্জিনের মধ্যে প্রতীকগুলি দেখতে পাবেন। এই সকল প্রতীকগুলির প্রতিটি পঞ্চাশত্তমীর ভাবধারায় গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ চিন্তাকে উপস্থিত করছে। এগুলি হল ঃ

বাপ্তাইজিত / পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিল (যাত্রা ৩১ঃ১-৬ থেকে শুরু হয়েছে)।
পবিত্র আত্মার বরদান সমূহ (যাত্রা ৩৫ঃ৩০-৩৫ থেকে শুরু হয়েছে)।
পবিত্র আত্মার ফল (আদি ৫০ঃ১৯-২১ থেকে শুরু হয়েছে)।
আরোগ্য সাধন (আদি ২০ঃ১৭-১৮ থেকে শুরু হয়েছে)।
সেই বিশ্বাস যা পর্বত স্থানান্তর করে (আদি ১৫ঃ৩-৬ থেকে শুরু হয়েছে)।
সাক্ষ্য দান (যাত্রা ১০ঃ১-২ থেকে শুরু হয়েছে)।
পরিত্রাণ (আদি ১২ঃ১-৩ থেকে শুরু হয়েছে)।
খ্রীষ্টের পুনরাগমন (গীত ১৫ঃ৩-৬ থেকে শুরু হয়েছে)।
শয়তান ভূত বা মন্দ আত্মাদের উপর বিজয়লাভ (আদি ৩ঃ১৫ থেকে শুরু হয়েছে)।
জগৎ ও জাগতিকতার উপর বিজয়লাভ (আদি ১৯ঃ১৬-২৬ থেকে শুরু হয়েছে)।
প্রশংসা (যাত্রা ১৫ঃ১-২১ থেকে শুরু হয়েছে)।
বাধ্যতা ও ধার্মিকতায় চলা (আদি ৫ঃ২২ থেকে শুরু হয়েছে)।

প্রতীক আপনাকে যম্পর্কযুক্ত পদগুলির সঙ্গে কোন্ চিন্তাটি যুক্ত আছে তার তথ্যগুলি দেবে। নিম্নোক্ত প্রতিটি প্রতীক অথবা উপর নীচে সোজাসুজি দাগের নীচের উল্লেখিত অংশ (reference) মূল অংশের নির্দিষ্ট চিন্তাকে কেন্দ্র করে পরবর্তী শাস্ত্রাংশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

বিষয়টি দেখুন >> আদিপুস্তকের ৩ অধ্যায়ে ১৫ পদটি (আদি ৩ঃ১৫) লক্ষ্য করুন। আপনার বাইবেলে এখানে প্রথমবার প্রসঙ্গগুলির একটি ভাবধারা ব্যবহৃত করা হয়। সারসূত্রের প্রতীক অনুসন্ধান করে নিম্নে প্রশ্ন গুলির উত্তর দিন।

তাহাতে আদম ও তাঁহার স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বরের সম্মুখ হইতে উদ্যানস্থ বৃক্ষ সমূহের মধ্যে লুকাইলেন।
৯তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, 'তুমি কোথায়?'
১০তিনি কহিলেন, "আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া ভীত হইলাম, কারণ আমি উলঙ্গ, তাই আপনাকে লুকাইয়াছি।"
১১তিনি কহিলেন, "তুমি যে উলঙ্গ, ইহা তোমাকে কে বলিল? যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ?"
১২তাহাতে আদম কহিলেন, "তুমি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছ সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়াছিল, তাই খাইয়াছি।"

২৩ঃ২৪; ৪৯ঃ১০; প্রকা ৬ঃ১৫-১৬; **৩ঃ৯** আদি ৪ঃ৯; ১৬ঃ৮, ১৮ঃ৯; ১রাজা ১৯ঃ৯,১৩; **৩ঃ১০** যাত্রা ১৯ঃ১৬; ২০ঃ১৮; দ্বিঃবিঃ ৫ঃ৫; ১শমূ ১২ঃ১৮; আদি ২ঃ২৫ **৩ঃ১১** আদি ২ঃ২৫; দেঃ আদি ২ঃ১৭; **৩ঃ১২** আদি ২ঃ১২; **৩ঃ১৩** রোমীয় ৭ঃ১১ ২করি ১১ঃ৩; ১তীম ২ঃ১৪ **৩ঃ১৪** দ্বিঃ বিঃ ২৮ঃ ১৫-২০; গীত ৭২ঃ৯; যিশা ৪৯ঃ২৩; ৬৫ঃ২৫ মীখা ৭ঃ১৭ **৩ঃ১৫** যোহন ৮ঃ৪৪; প্রেরিত ১৩ঃ১০; ১যোহন ৩ঃ৮

তুমি বুকে হাঁটিবে, এবং যাবজ্জীবন ধূলি ভোজন করিবে।
১৫আর আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব, যে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।
১৬পরে তিনি নারীকে কহিলেন, আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব তুমি বেদনাতে যন্তান প্রষব করিবে, এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে, ও যে তোমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে।

৩ঃ১৫ ৮ঃ৩; ৯ঃ৬; মথি ১ঃ২৩; লূক ১ঃ৩১; গালা ৪ঃ৪;প্রকা ১২ঃ১৭; রোমীয় ১৬ঃ২০; ইব্রীয় ২ঃ১৪

যাত্রা ৭ঃ১০-১২

প্রশ্ন ১) আদিপুস্তক ৩ঃ১৫ পদের পাশের প্রতীকটির বিষয়বস্তু কি?

_____

প্রশ্ন ২) উপর নীচে টানা সোজাসুজি দাগটি দেখায় কতগুলি পদ এই বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত?_____

_____

প্রশ্ন ৩) উপর নীচে টানা সোজাসুজি দাগের শেষ প্রান্তের রেফারেন্স- বাইবেলে এর পরে কোথায় এই প্রসঙ্গটি দেখাযায় তার নির্দেশ দেয়। সেই রেফারেন্স কি?_____

_____

সাহায্যমূলক টীকা ঃ

পাঁচটি মতভেদ (মধ্যবর্তী ফাঁক)

যাঁরা প্রথম শাস্ত্রসমূহ রচনা করেন ও আমাদের মধ্যেকার নানান মতভেদ দেখা যায়। এই মতভেদগুলি শাস্ত্র বোঝার ক্ষেত্রে এক চ্যালেঞ্জ তৈরী করে, এই অধ্যয়ন মূলক বাইবেলটির অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এসকল মতভেদগুলির মাঝে যেতু বন্ধন করতে আমাদের সাহায্য করতে পারে।

সময়ের ব্যবধান ঃ নূতন নিয়মের যেকোনো পুস্তক ও আমাদের মধ্যে প্রায় ২,০০০ বছর সময়ের ব্যবধান রয়েছে। আর পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলি ৩,৪০০ বছরের আগে রচিত হয়েছিল।

সংস্কৃতির মতভেদ ঃ যে সকল লোকেরা বাইবেলের সময়ে জীবনযাপন করত তাদের মূল্যবোধ, প্রথা, রীতিনীতি ও কার্যপ্রণালীগুলি আমাদের এখনকার অপেক্ষা ভিন্নধরনের ছিল। তারা মন্দিরে ও সমাজগৃহি উপাসনা করত, একে অন্যের পা ধুইয়ে দিত, পরস্পর পরস্পরকে চুম্বন দ্বারা প্রীতিসম্ভাষণ জানাত এবং পশুবলি দিত।

ভাষার প্রভেদ ঃ বাইবেলের লোকেরা হিব্রু, আরামিক অথবা গ্রীক্ ভাষায় কথোপকথন করত - তাই বাইবেল সেই সকল ভাষায় লেখা হয়েছিল। বছর অতিক্রান্ত হওয়ার দরুণ ভাষায় পরিবর্তন হয়। নতুন শব্দের উৎপত্তি হয় এবং পুরোনো শব্দ বিলীন হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক ব্যবধান ঃ বাইবেলের প্রতিটি পুস্তক ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট কালে লেখা হয়েছিল। যেমন, ঈশ্বরের বাক্যের কিছু অংশের লেখণী ক্রীতদাস অথবা, যোদ্ধা কিংবা প্রভু (মালিক) অথবা কারাগার রক্ষীদের সম্পর্কিত। ঈশ্বর যিহুদী ও পরজাতীয়দের দিকে তাঁর বাক্য প্রেরণ করেন। অতএব বাইবেল হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমাদের সমগ্র ঐতিহাসিক শতাব্দীগুলি অনুধাবন করতে হবে।

ভৌগলিক ব্যবধান ঃ বাইবেলের প্রতিটি পদের পটভূমি বর্তমান স্থানের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে। অতএব এটি বাইবেলের প্রধান শহরগুলি, নদীসমূহ, পর্বতমালা, বিভিন্ন অঞ্চল ও জাতিদের সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করে।

7 সারসূত্রের সূচী

সারসূত্রের প্রতীকগুলি আপনার শাস্ত্রের মূল ভাবধারা গুলিকে সনাক্ত করে। আপনি আপনার সমগ্র বাইবেলের নানান স্থানে এই সকল প্রতীকগুলি দেখতে পাবেন। প্রত্যেকটি প্রতীক এটির প্রাসঙ্গিক ভাবধারার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু কোনো কোনো সময়ে, আপনি হয়তো চাইবেন একটি ভাবধারার উপরে একাধিক অনুচ্ছেদগুলি পাঠ করতে। উদাহরণ সরূপ, আপনি হয়তো চাইলেন "আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ" প্রসঙ্গের উপর বাইবেলের সকল অনুচ্ছেদগুলি পাঠ করতে। আপনি এই প্রসঙ্গের সকল পদগুলি ধীরে ধীরে দেখতে পাবেন যাত্রাপুস্তক ৩১ঃ১ পদের পাশে ঘুঘুর প্রতীক দিয়ে শুরু করার মাধ্যমে। ঘুঘু প্রতীকটির অধীনে আপনি পরবর্তী গণনা ২৭ঃ১৮ পদে "আত্মাদ্বারা পরিপূর্ণ" অংশটি দেখতে পাবেন। আর আপনি গণনা ২৭ঃ১৮ পদের পাশে ঘুঘু প্রতীকটি খুঁজে পাওয়ার সময়ে সেটির অন্তর্গত নির্দেশ আপনাকে পরবর্তী ঘুঘু প্রতীকটির দিকে চালিত করবে আর আপনি এইভাবে এগিয়ে যাবেন।

কিন্তু একটি সহজতর উপায়ে একই ভাবধারার অন্তর্গত সকল তালিকাভুক্ত পদগুলির সারসূত্রের সূচী ব্যবহার করার মাধ্যমে ধারাবাহিক ভাবে দেখতে পাবেন, যেটি আপনার বাইবেল বইটির পেছনের দিকে ১৭৬১-৬৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বিষয়টি দেখুন >> আপনার বাইবেল বইটির পেছনের দিকে সারসূত্রের সূচী অংশটির সন্ধান করুন। এখন নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন।

প্রশ্ন ১) পবিত্র আত্মার দান ঃ মূল ভাবধারার ক্ষেত্রে কলামের (স্তম্ভটির) প্রথম ও শেষ নির্দেশটি লিখুন। _____

_____

প্রশ্ন ২) বিচারকর্তৃগণের পুস্তকটিতে পবিত্র আত্মার বাপ্তাইজিত হওয়ার প্রসঙ্গটি কতবার উল্লেখ করা হয়েছে? _____

_____

প্রশ্ন ৩) "দ্বিতীয় আগমনের" চিন্তাটির ক্ষেত্রে কতগুলি সুযোগ প্রদান করা হয়ে থাকে? _____

_____

প্রশ্ন ৪) "দ্বিতীয় আগমন" প্রসঙ্গের অধীনে তালিকাভুক্ত প্রকাশিত বাক্য পুস্তকটি থেকে পাঁচটি লিখত বিষয় উল্লেখ করুন। _____

_____

_____

_____

_____

_____

প্রশ্ন ৫) "বাধ্যতা ও ধার্মিকতায় গমনাগমন" প্রসঙ্গটির অন্তর্গত লিখিত বিষয়ের সন্ধান করুন। সেই তালিকার মধ্যে উল্লেখিত প্রথম পদটি লিখুন। _____

_____

_____

_____

_____

৪ মানচিত্র এবং তালিকা

আপনার *বিজয় বাইবেল* পুস্তকটিতে প্রদত্ত মানচিত্র ও চার্টগুলি বাইবেলের আলোচ্য বিষয়গুলি বোঝার জন্য অসাধারণ উপাদান। মানচিত্রগুলি বাইবেলে উল্লেখিত স্থানগুলি অনুসন্ধান করতে সাহায্য করবে। আপনার বাইবেলে দু'ধরনের মানচিত্র দেওয়া আছে ঃ (১) সাদা এবং কালো রংএর মানচিত্র এবং (২) রঙিন মানচিত্র। সকল মানচিত্র ও চার্টগুলির তালিকা খুঁজে পাওয়ার জন্য আপনি বাইবেলের সামনের দিকে সূচীপত্রের তালিকার কাছে **সূচী ঃ মানচিত্র এবং তালিকা** দেখতে পাবেন।

সূচী ঃ মানচিত্র এবং তালিকা

জাতিসমূহের বিশ্বাস	৪৫	যিহুদীগোত্র	১৩০৬
যাকোবের যাত্রা	৭৩	ঈশ্বরের রাজ্য বনাম শয়তানের রাজ্য	১৩৩৫
প্রান্তরের যাত্রাসমূহ	১১৭	দীকাপলি ও জর্দনের পূর্ব প্রান্তের অঞ্চল	১৩৫৬
ইব্রীয় পঞ্জিকা এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনা	১২৩	গালীলে যীশু	১৪২৩
সমাগম তাম্বু	১৩৭	দুঃখ ভোগের সপ্তাহ	১৪৩১
পুরাতন নিয়মের প্রায়শ্চিত্ত সমূহ	১৬৩	যিহুদীয়া ও শমরীয়ায় যীশু	১৪৯১
পুরাতন নিয়মের উৎসব সমূহ	১৯০	যীশুর পরিচর্যা	১৪৯৪
চুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ	২৬১	যীশুর বলা দৃষ্টান্ত কথা	১৪৯৮
কনান বিজয়	২৯৩	যীশু কর্তৃক যাধিত আশ্চর্য কাজ	১৪৯৯
শলোমনের যিরূশালেম	৪২৩	পঞ্চাশত্তমী দিনে উল্লিখিত দেশগুলি	১৫০০

সাদা এবং কালো মানচিত্র

আপনার বাইবেলের সামনের দিকে পৃষ্ঠাতে "সূচী ঃ মানচিত্র এবং তালিকা" অংশের মধ্যে "জাতিসমূহের বিশ্বাস" নামক প্রথম মানচিত্রের পৃষ্ঠার সংখ্যাটি খুঁজে বার করুন। মানচিত্রের মধ্যে সমুদ্র অথবা হ্রদের মাঝে সীমারেখা দেওয়া আছে আর ভূমিগুলি কালো বিন্দুর শেড দিয়ে সীমারেখা করা হয়েছে। মানচিত্রের মাঝখানে বিশাল সমুদ্রটি হল ভূমধ্যসাগর। মানচিত্রের একেবারে নীচের দিকে মাঝখানে দুটি আঙুলের মত আটকে থাকা লোহিত সাগরের অগ্রভাগ আপনি দেখতে পাবেন।

বিষয়টি দেখুন >> বাইবেলের সামনের পৃষ্ঠায় সূচী ঃ মানচিত্র এবং তালিকা অংশে "জাতীসমূহের বিন্যাস" নামক প্রথম মানচিত্রের পৃষ্ঠায় সংখ্যাটি খুঁজে বের করুন। এই মানচিত্র আপনাকে আদিপুস্তক ১০ অধ্যায় খুঁজতে সাহায্য করবে।

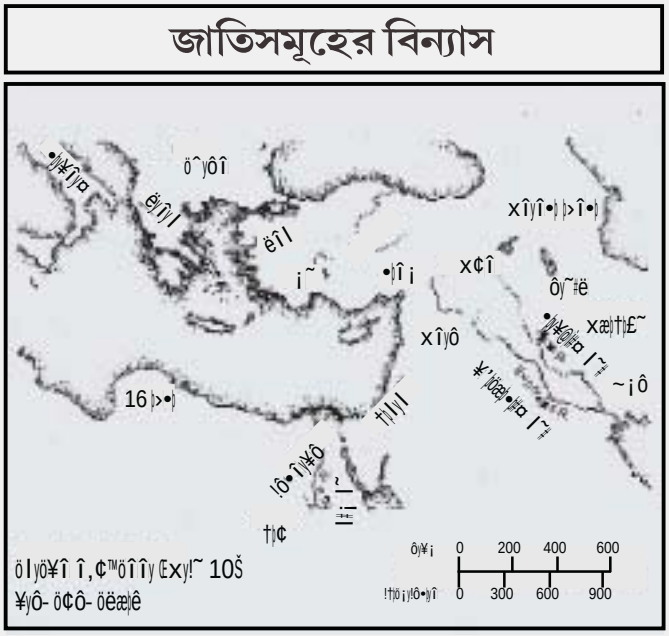

প্রতিটি মানচিত্রের নীচের দিকে আপনি এক মানচিত্রের স্কেল দেখতে পাবেন। স্কেলটি মানচিত্রের উপরে সঠিক মাইল অথবা কিলোমিটারে উপস্থাপিত দূরত্ব নির্ণয় করতে সাহায্য করে। জাতী সমূহের বিন্যাসের স্কেলটির মধ্যে ১ সেন্টিমিটার ২০০ মাইল অথবা ৩০০ কিলোমিটার বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করে। আপনি যদি অরাম থেকে অশূরের দূরত্ব পরিমাপ করেন, আপনি দেখবেন সেটি প্রায় ১ সেন্টিমিটার। অর্থ হল ওদের মধ্যেকার দূরত্ব হল প্রায় ২০০ মাইল অথবা ৩০০ কিলোমিটার।

বিষয়টি দেখুন >> আদিপুস্তক ১০ঃ২২ পড়ুন। আপনি শাস্ত্রাংশে এই পদ জাতিসমূহের বিন্যাসের কাছাকাছি দেখতে পাবেন।

প্রশ্ন ১) এই পদটিতে শেমের ৫জন পুত্রের নাম কি আপনি খুঁজে পান? প্রথম নামটি হল এলম। পাঁচটি নাম নিচে লিখুন।_____

_____

_____

তারপর এই সকল পাঁচটি নাম জাতিসমূহের বিন্যাসের মানচিত্রে খুঁজে দেখুন। এগুলি শেমের সন্তানদের বসবাস করার স্থান গুলির আভাস দেবে।

প্রশ্ন ২) অরাম থেকে অশুর কতদূর?_____

প্রশ্ন ৩) এলমের নিকটবর্তী দুটি নদীর নাম কি?_____

_____

রঙিন মানচিত্র

সমগ্র বাইবেলের পৃষ্ঠা জুড়ে সাদা ও কালো রঙের নানান বৈচিত্র্যময় মানচিত্র থাকা সত্ত্বেও আপনার বাইবেলের পেছনের দিকে একটি রঙিন মানচিত্র প্রদান করা হয়েছে। এই বাইবেল বইটির পেছন দিকে ঠিক মানচিত্র গুলির সামনে এই সকল রঙিন মানচিত্রের জন্য সূচীপত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই রঙীন মানচিত্রের সূচীতে বাইবেলে উল্লেখিত স্থানগুলিকে বর্ণনাক্রমিক অনুসারে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আপনি এই সূচীপত্রটি বাইবেলের উল্লেখিত নানান স্থানগুলি খোঁজার জন্য কাজে লাগাতে পারেন।

বিষয়টি দেখুন >> আপনার বাইবেলের পিছন দিকে 'রঙিন মানচিত্রের সূচী'

রঙিন মানচিত্রের সূচী

মানচিত্রে বিন্যাস অনুযায়ী প্রকাশিত
অবিলীনি ১২ঃই২
আখারা ১০ ঈ৪ঃ১৪ ই১ঃ১৫ই৩
অক্কো৪ ঈ২ঃ১৬ই২
আড্রিয়ার্টিক সমুদ্র ১০ ঈ৩; ১৫ অ২
অফেক ২ ই৩; ৩ই১; ৪ঈ১; ৫ঈ২
আফ্রিকায় সনকর্তা ১০ ঈ৩; ১৫ ঈ২
অগ্নি ডেকুমেটস ১০ ই৩
ওয়াটারগেট ৯ ৮-৫
বাবিল (রাজ্য অথবা সাম্রাজ্য) ১ই৬; ৭ই৩
ব্যাকট্রা ৭ই৪
ব্যাকট্রিয়া ৭ই৪
বায়েটিকা ১০ঈ২
বাসান ২ই৪; ৩ই২ঃ৫ ঈ৪; ১৬অ৩
বাপ্তিস্মদানের স্থান ১২ঈ২
বেরশেবা ১ঈ৩; ২ঈ৩; ৩ঈ১; ৪ঈ১; ৫উ২; ১২ঈ১; ১৬ঈ১
কুরিণী (সাম্রাজ্য) ১০ঈ৪; ১৪ঈ১; ১৫ই৩
ডেসিয়া ১০ই৪; ১৫অ৩
দম্মেশক ১ঈ৪; ৪ই২; ৪*; ৫ই৪; ৬ই৪; ৭*; ১০ঈ৫; ১২অ৩; ১৩উ৩; ১৬অ৩;
দান (শহর) ১ঈ৪; ৩অ২; ৪ই২; %ই৩ঃ১৬; অ২
দান (বংশ) ৩ঈ১
দানবী নদী ৭অ২; ১০ঈ৪

লক্ষ্য করুন স্থানগুলি বর্ণানুক্রমিক অনুসারে সজ্জিত। একটি জায়গার নামের পরে প্রথম সংখ্যাটি মানচিত্রের সংখ্যা চিহ্নিত করে যে মানচিত্রে সেই স্থানটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মানচিত্রের সংখ্যাটি লক্ষ্য করার পরে আপনি একটি সংখ্যা দ্বারা অনুসরিত বর্ণমালার একটি অক্ষর দেখতে পাবেন। এই সংখ্যা ও অক্ষর মানচিত্রের মধ্যে সেই স্থানটির সন্ধান দেবে। আসুন, মানচিত্রে একটি স্থান খোঁজার জন্য রঙীন মানচিত্রের সূচীর ব্যবহার অনুশীলন করি। উদাহরণ স্বরূপ, প্রথমে আন্তিয়খিয়া শহরটি সূচীপত্রে দেখুন, পরে সেই নামের পাশে দেখবেন লেখা আছে ১৩ইহ। ১৩ সংখ্যাটি আপনাকে ১৩ নম্বর মানচিত্রের দিকে চালনা করে, এবং ইহ জানায় ১৩ সংখ্যার মানচিত্রের মধ্যে আন্তিয়খিয়া জায়গাটি আপনি কোথায় পাবেন।

বিষয়টি দেখুন >> রঙীন মানচিত্রের সূচী ছাড়িয়ে কয়েকটি পৃষ্ঠা পরে আপনি ১৩ সংখ্যার মানচিত্রটি দেখতে পাবেন।

ম্যাপ ১৩

মানচিত্রটি লক্ষ্য করুন দেখতে পাবেন সংখ্যাগুলি মানচিত্রের একপাশ থেকে আরেকপাশে এবং অক্ষরগুলি উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সাজান রয়েছে। প্রথমে ১৩ সংখ্যার মানচিত্রের উপরিভাগে ৩ সংখ্যাটি লক্ষ্য করুন, এরপর পাশের উপর থেকে নীচের দিকে সাজান অক্ষরগুলি থেকে ই বর্ণটি খুঁজে বার করুন। যেখানে ই বর্ণ ও ৩ সংখ্যাটি মানচিত্রে মিলিত হচ্ছে যেই স্থানে আপনি আন্তিয়খিয়া জায়গাটির সন্ধান পাবেন।

বিষয়টি দেখুন >> আপনার বাইবেল পুস্তকটির একদম পেছনের দিকে প্রেরিতদের প্রাথমিক ভ্রমণের ১৩ সংখ্যার মানচিত্রটি দেখুন।

ম্যাপ ১৩

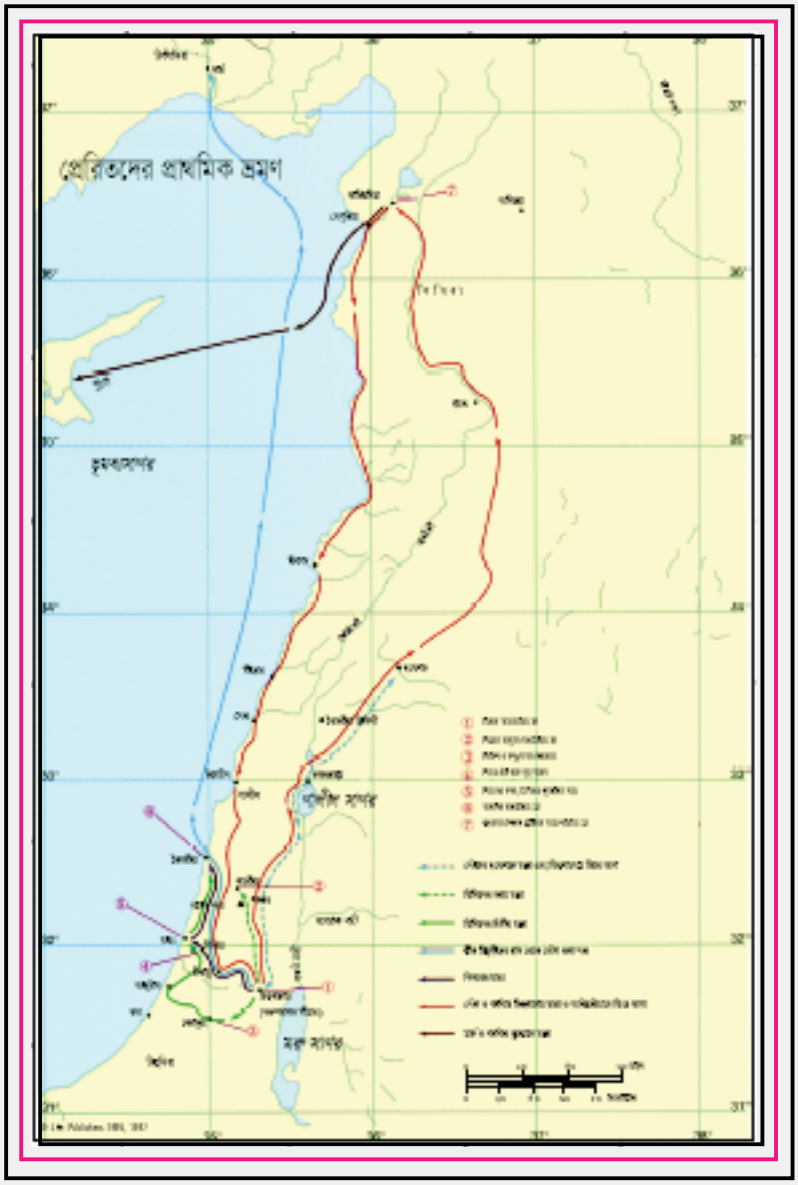

মানচিত্রের সন্ধান পাওয়ার পরে, তিনটি বিষয় লক্ষ্য করুন ঃ

- অঞ্চল সমূহের (যেমন সিরিয়া) সব অক্ষরই বড় হরফের, কিন্তু শহরগুলির (যেমন আন্তিয়খিয়া) শুধুমাত্র একটি অক্ষর বড় হরফের।
- মানচিত্রের কোনার দিকে বিভিন্ন রঙের লাইন টানা রয়েছে। প্রতিটি লাইনের পাশে আপনি প্রত্যেকটি রঙের জন্য একটি করে ব্যাখ্যা দেখতে পাবেন।
- সমুদ্র এবং হ্রদগুলি সর্বদা নীল রঙে শেড দেওয়া আছে।

প্রেরিতদের প্রাথমিক ভ্রমণের মানচিত্র ব্যবহার করে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করুন।

প্রশ্ন ৪) রোমীয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে কোন বিশাল সমুদ্র অবস্থিত?

_____

প্রশ্ন ৫) মানচিত্রে গাড় সবুজ রঙের লাইনগুলির তাৎপর্য কি?_____

_____

_____

প্রশ্ন ৬) মানচিত্রে গাড় নীল রঙের লাইনগুলির তাৎপর্য কি?

_____

_____

9 অন্যান্য উপাদান এবং চয়নিকা

অবশেষে এই পুস্তকের পেছন দিকে একাধিক অধ্যয়নমূলক উপাদানগুলি প্রদান করা হয়েছে। সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

- **১৭২৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত ওজন ও পরিমাপের একটি ছক** বাইবেল ভিত্তিক এককগুলির থেকে সমকালীন এককগুলির পরিমাপগুলি নির্ধারণ করতে সাহায্য করবে।

ওজন ও পরিমাপের ছক

বাইবেলের মাপে (একক) পদ্ধতি		সম্ভাব্য আমেরিকার পদ্ধতি	সম্ভাব্য মেট্রিক পদ্ধতি
		ওজন	
১ তালন্ত	(৬০ মিনা)	৭৫ পাউণ্ড	৩৪ কিঃ গ্রাম

- **১৭৩১ পৃষ্ঠার বিষয়বস্তুর সূচী** অধ্যয়ন টীকা ও প্রবন্ধগুলির মধ্যে আলোচিত নানান বিষয়াদি খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

বিষয় বস্তুর সূচী

এই বিষয়সূচী আপনাকে টীকা ও প্রবন্ধ গুলির মধ্যে আলোচিত নানান বিষয়াদি খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

অকৃতকার্য
আদি ১২ঃ৩; ৪৯ঃ৪; যিহো ১০ঃ ৮; ১৭ঃ১৩; বিচার ১ঃ২৮; গীত ৭৮ঃ১

অনন্তকালীন জীবন
দেখুন অনন্ত জীবন

অনুগ্রহ
পৃষ্ঠা দেখুন - বিশ্বাস ও অনুগ্রহ ১৪৫২

পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজন
গীত ১০৬ঃ১-৪৮; ফিগা ১ঃ১৮; ৩০ঃ১৫; ৩২ঃ৯-১৪; ৫৫ঃ১; বিলাপ ২ঃ৪; হোশেয় ১২ঃ৬; ১৪ঃ১; যোয়েল ১ঃ১৪; সখ ১২ঃ১০; লূক ২৪ঃ৪৭; প্রেরিত ১৭ঃ৩০; ২৬ঃ২০

অপরাধ
আদি ৪২ঃ২১-৭৪

আত্মাজয়
যিহি ৩৩ঃ৬; মথি ৯ঃ৩৭; লূক ১৫ঃ ৪-৭; ১৯ঃ১; যোহন ৪ঃ৭, ৩৬; প্রেরিত ৪ঃ২০; ১৩ঃ৩১; রোমীয় ৯ঃ২; গালা ৪ঃ ১৯; ১ পিত ৩ঃ১

আত্মিক বরদান
প্রবন্ধ দেখুন
বিশ্বাসীদের জন্য আত্মিক দানসমূহ

- **১৭৬১ পৃষ্ঠাতে একটি সারসূত্রের সূচী** নামক একটি অংশ দেওয়া হয়েছে, এতে ১২টি মূল চিন্তার জন্য শাস্ত্রের অংশ বা অধ্যায়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে। এই চিন্তাগুলি। সপ্তম অধ্যায়ে এই চিন্তাগুলি বর্ণনা করা হয়েছে।

সারসূত্রের সূচী

এই সারসূত্রের সূচী 'এক ঝলকে' পঞ্চাশত্তমী প্রথার গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট মূল ভাবধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা প্রাসঙ্গিক তাৎপর্যপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলির তালিকা প্রদান করে। সারসূত্রগুলি বাইবেলের প্রামাণিক বিষয়াদির সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ শাস্ত্রাংশ গুলির যোগসূত্র।

পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত/পরিপূর্ণ
যাত্রা ৩১ঃ১-৬
গণনা ২৭ঃ১৮
বিচার ৩ঃ৯-১০

পবিত্র আত্মার বরদানগুলি
যাত্রা ৩৫ঃ৩০-৩৫
গণনা ১১ঃ২৪-২৯
বিচার ৪ঃ৪
১ শমূ ১০ঃ৫-১১

পবিত্র আত্মার ফলগুলি
আদি ৫০ঃ১৯-২১
গণনা ৬ঃ২৪-২৬
গণনা ১২ঃ৩-৭
রূত ৩ঃ১০-১১

- **১৭৬৫ পৃষ্ঠায় একবছরে সম্পূর্ণ বাইবেল** পাঠের যে পরিকল্পনাটি দেওয়া হয়েছে সেটি এক বছরের মধ্যে সমগ্র বাইবেলটি একবার পড়ে শেষ করার জন্য প্রণীত।

এক বছরে সম্পূর্ণ বাইবেল পাঠ

এই পাঠের পরিকল্পনাটি এক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ বাইবেল পাঠ করার জন্য একটি দৃষ্টান্তমূলক কাঠামো তুলে ধরে। প্রতি দিনের জন্য দুটি পাঠ নির্ধারণ করা হয়েছে, একটি পুরাতন নিয়ম থেকে, অন্যটি নূতন নিয়ম থেকে। যদি আপনার কখনও মনে হয় যে, দুটি করে অংশ একদিনে পড়া কষ্টকর, তাহলে আপনি কেবলমাত্র পুরাতন নিয়মটি প্রথম বছরে এবং নূতন নিয়মটি দ্বিতীয় বছরে পড়তে পারেন। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাইবেলটি পড়ে শেষ করতে দুই বছর সময় দরকার হবে।

জানুয়ারী	সকাল	বিকাল
১	আদি ১-২	মথি ১
২	আদি ৩-৫	মথি ২
৩	আদি ৬-৮	মথি ৩
৪	আদি ৯-১১	মথি ৪
৫	আদি ১২-১৪	মথি ৫ঃ১-২০

ফেব্রুয়ারী	সকাল	বিকাল
১	যাত্রা ২২-২৩	মথি ২২ঃ১৫-৪৬
২	যাত্রা ২৪-২৫	মথি ২৩
৩	যাত্রা ২৬-২৭	মথি ২৪ঃ১-৩৫
৪	যাত্রা ২৮	মথি ২৪ঃ৩৬-৫১
৫	যাত্রা ২৯-৩০	মথি ২৫ঃ১-৩০

চয়নিকা

বাইবেলের শেষের দিকে ১৭৬৯ পৃষ্ঠায় সর্বশেষ অধ্যয়ন সহায়ক অংশরূপে চয়নিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। চয়নিকা আপনাকে মূল শব্দগুলি খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। এই অংশে একটি অভিধানের মত একইভাবে প্রচলিত শব্দগুচ্ছ বর্ণমালার ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করা আছে। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রারম্ভে উপরের দিকে দুটি শব্দ শব্দগুলির নির্দেশক রূপে কাজ করে। বাম দিকের শব্দটি আপনাকে পৃষ্ঠার প্রথম শব্দটি দেখায় আর ডান দিকেরটি পৃষ্ঠার শেষ শব্দটি তুলেধরে।

চয়নিকা

এই চয়নিকায় উল্লেখ করা প্রতিটি পদের এক বা একাধিক শব্দ কাত বা আইটালিক হরফে দেখতে পাবেন, এই শব্দ বা শব্দাবলীই ঐ অংশের মূল বিষয়কে চিহ্নিত করছে। এছাড়া প্রতিটি মূল শব্দের পাশে বা সাথে ঐ শব্দের অন্যান্য রূপগুলিও দেওয়া হয়েছে (যেমন - অধর্ম (অধর্মচারী, অপরাধ্য অথবা বাধ্য করা, জোরকরা, বলপূর্বক প্রভৃতি)। উদ্ধৃতিগুলি বাইবেলের বইগুলির সূচীপত্রের ক্রমানুযারে সাজানো হয়েছে।

অংশ (অংশে, অংশটি)
যাত্রা ২৯ঃ২৬ তাহা তোমার অংশ হইবে
লেবী ৫ঃ১৬ তদ্ভিন্ন পাঁচ অংশের এক
অংশ ও লেবী ৫ঃ৬ পাঁচ অংশের এক
অংশ গণনা ১৮ঃ২০ তাহাদের .....
কোন অংশ
হব ১ঃ১৬ তদ্বারা তাহার অংশ পুষ্ট
যখ ২ঃ১২ যদাপ্রভু ..... আপনার
অংশ বলিয়া যিহূদাকে
লূক ১০ঃ৪২ মরিয়ম যেই উত্তম
অংশটিকে মনোনীত করিয়াছে
প্রেরিত ৮ঃ২১ এই বিষয়ে তোমার কি
অধিকার কিছুই নাই
১ করি ১৩ঃ৯ কেননা আমরা কতক
অংশ জানি

অগম্য
ইয়োব ৩৭ঃ৫ আমাদের বোধের
অগম্য মহৎ
গীত ১৩৯ঃ৬ আমার বোধের অগম্য
হিতো ৩০ঃ১৮ তিনটি আমার জ্ঞানের
অগম্য
১ তীম ৬ঃ১৬ একমাত্র অধিকারী,
অগম্য দীপ্তিনিবাস

অগ্নিস্বরূপ
যিষা ১ঃ১৮ বাস্তবিক দুষ্টতা অগ্নিবৎ
জ্বলে
যিশা ১০ঃ১৭ ইস্রায়েলের জ্যোতিঃ
অগ্নিস্বরূপ হইবেন
আমোষ ৫ঃ৬ তিনি যোষেফের
কুলে অগ্নিবৎ জ্বলে
মালাখি ৩ঃ২ কেননা.....
পরিষ্কারকের অগ্নিতুল্য
ইফি ৬ঃ১৬ যেই পাপাত্মার সমস্ত
অগ্নিবাণ বা
২থিষ ১ঃ৮ দুতগণের সহিত জ্বলন্ত
অগ্নিবেষ্টনে প্রকাশিত হইবেন

অগ্নিশিখা
যাত্রা ৩ঃ২ ঝোপের মধ্য হইতে
অগ্নিশিখাতে..... দর্শন দিলেন
বিচার ১৩ঃ২০ যখন অগ্নিশিখা বেদী
হইতে..... উঠিল
যিশা ৩৩ঃ১৪ আমাদের..... চিরকাল
স্থায়ী অগ্নিসমূহের নিকটে
ইব্রীয় ১ঃ৭ আপন সেবক দিগকে
অগ্নিশিখা স্বরূপ করেন
হিতো ৬ঃ২৮ কেহ যদি জ্বলন্ত অঙ্গারের
উপর দিয়া হাঁটে
হিতো ২৫ঃ২২ তুমি তাহার মস্তকে জ্বলন্ত
অঙ্গার রাশি করিয়া রাখিবে
হিতো ২৬ঃ২১ যেমন জ্বলন্ত অঙ্গারের
পক্ষে অঙ্গার
পরম ৮ঃ৬ তাহার শিখা অগ্নির শিখা
যিশা ৬ঃ৬ তাহার হস্তে একখানি জ্বলন্ত
অঙ্গার ছিল
যিশা ৪৭ঃ১৪ উহা উষ্ণ হইবার অঙ্গার.....
ছিল
যোহন ১৮ঃ১৮ পদাতিকরা কয়লার
আগুন
যোহন ২১ঃ৯ তাহারা দেখেন কয়লার
আগুন রহিয়াছে
রোমীয় ১২ঃ২০ তাহার মস্তকে জ্বলন্ত
অঙ্গারের রাশি করিয়া রাখিবে।

অঙ্গুলি (আঙুল)
যাত্রা ৮ঃ১৯ মন্ত্রাবত্তারা কহিল ঈশ্বরের
অঙ্গুলি
যাত্রা ৩১ঃ১৮ ঈশ্বরের অঙ্গুলি দ্বারা লিখিত
দ্বিঃ বিঃ ৯ঃ১০ ঈশ্বরের অঙ্গুলি দ্বারা
লিখিত
১ রাজা ১২ঃ১০ আমার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি
গীত ৮ঃ৩ আমি তোমার অঙ্গুলি নির্মিত
হিতো ৬ঃ১৩ যে অঙ্গুলি দ্বারা যংকেত
করে
লূক ১১ঃ২০ আমি যদি ঈশ্বরের অঙ্গুলি
দ্বারা ভূত ছাড়াই

চয়নিকাটিতে প্রতিটি মূল শব্দ গাড় রঙে বড় হরফে উল্লেখ করা হয়েছে। এই মূল শব্দের পাশে কতকগুলি বাইবেলের পদ উল্লেখ করা আছে যেখানে ঐ শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করেছে।

বিষয়টি দেখুন >> আপনার বাইবেল ১৭৬৯ পৃষ্ঠাতে চয়নিকার প্রথম পৃষ্ঠাটি খুলুন আর এই সকল প্রশ্নাবলীর উত্তর দিন।

প্রশ্ন ১) চয়নিকার প্রথম শব্দটি কি? _____

_____

প্রশ্ন ২) বাইবেলের তিনটি পদ লিখুন যাতে হারোণ নামটি উল্লেখ করা হয়েছে। _____

_____

_____

প্রশ্ন ৩) অব্রাহামের আগমন লক্ষ্য করুন। বাইবেলের কোথায় এই ব্যক্তির নাম প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে? _____

_____

প্রশ্ন ৪) অনুপস্থিত শব্দটির আগমন লক্ষ্য করুন। যে পদে ঐ শব্দটি উল্লেখিত সেই পদটি লিখুন। _____

_____

_____

_____

এখানে সাহায্যমূলক টীকা দেওয়া হল >> বাইবেলের একটি পদের মূল শব্দ বা শব্দগুচ্ছ দেখে আপনি একটি পদ খুঁজে পেতে পারেন যে পদটির দু একটি শব্দ আপনার জানা আছে, কিন্তু পদটি কোথায় আছে তা হয়তো জানেন না। উদাহরণ স্বরূপ, ধরুন আপনি "যীশু রোদন করলেন" পদটি খুঁজে পেতে চান। চয়নিকাতে ***রোদন*** শব্দটি খুঁজুন কারণ ***যীশু*** শব্দটির থেকে এই শব্দটি কম প্রচলিত। সহস্র পদ রয়েছে যাতে ***যীশু*** শব্দটি উল্লেখ করা আছে কিন্তু ***রোদন*** শব্দটি কেবল কয়েকটি পদে খুঁজে পাবেন।

ক মূল উত্তর

অধ্যায় ১

প্রশ্ন ১) মানবজাতির ইতিহাসের সূচনা
প্রশ্ন ২) ১ঃ১ - ১১ঃ২৬
প্রশ্ন ৩) যোষেফের সারকথা
প্রশ্ন ৪) ৫০ঃ১৫-২৬
প্রশ্ন ৫) মোশি
প্রশ্ন ৬) আরম্ভ
প্রশ্ন ৭) খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪৫ থেকে ১৪০৫ সাল
প্রশ্ন ৮) উৎপত্তি, উৎস, সৃষ্টি অথবা কোনোকিছুর শুরু
প্রশ্ন ৯) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সূচনা, মানবজাতি, বিবাহ, পাপ, নগরসমূহ, ভাষাসমূহ জাতিসমূহ, ইস্রায়েল এবং মুক্তির ইতিহাস।
প্রশ্ন ১০) দুই
প্রশ্ন ১১) পাঁচ
প্রশ্ন ১২) সৃষ্টি, পতন, কয়িন এবং হেবল, মহাপ্লাবন অথবা বাবিলের উচ্চদূর্গ
প্রশ্ন ১৩) অব্রাহাম, ইস্হাক, যাকোব এবং যোষেফ
প্রশ্ন ১৪) সাতটি
প্রশ্ন ১৫) (উত্তরের জন্য বাইবেলের ৩ পৃষ্ঠাটি দেখুন)
প্রশ্ন ১৬) নারীর বংশ, শেথের বংশের মাধ্যমে, শেম বংশের মাধ্যমে এবং অব্রাহাম বংশের মাধ্যমে
প্রশ্ন ১৭) (নির্বাচন করার জন্য ইব্রীয় ১১ঃ১-২২ পদ দেখুন)

অধ্যায় ২

প্রশ্ন ১) আরম্ভ
প্রশ্ন ২) আদিপুস্তক ১ঃ১
প্রশ্ন ৩) আদম ও হবা
প্রশ্ন ৪) আদিপুস্তক ২ঃ৪

অধ্যায় ৩

প্রশ্ন ১) উদাহরণ স্বরূপ "আরম্ভ", "মর্ত" ও "স্বর্গ"
প্রশ্ন ২) (বাইবেল অনুযায়ী উত্তর)
প্রশ্ন ৩) (শিক্ষার্থীদের পছন্দমতো)
প্রশ্ন ৪) (বাইবেল অনুযায়ী উত্তর)
প্রশ্ন ৫) তিন
প্রশ্ন ৬) (শিক্ষার্থীদের মনোনয়ন)
প্রশ্ন ৭) (শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ব্যাখ্যাকরণ)
প্রশ্ন ৮) রূথ ৪ঃ১৮-২২
প্রশ্ন ৯) দায়ূদ এবং পূর্বপুরুষ যাতে রূথ ও বোয়সকে অন্তর্ভুক্ত করে
প্রশ্ন ১০) বিশ্বস্ততা, আনুগত্য এবং বিশ্বাসভাজনতার গুরুত্বপূর্ণতা

অধ্যায় ৪

প্রশ্ন ১) ইয়ম
প্রশ্ন ২) মর্তের উপরে ও জলধির উপরে মেঘের মধ্যেকার আবহাওয়া
প্রশ্ন ৩) মৎস্য ও পক্ষী
প্রশ্ন ৪) পশু ও মনুষ্য

অধ্যায় ৫

প্রশ্ন ১) সৃষ্টির ঈশ্বর
সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের কারিগরিতা
সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
সৃষ্টি এবং বিবর্তন
প্রশ্ন ২) "উত্তর দিতে পারার সীমাবদ্ধতা এবং প্রেমময় ও ব্যক্তিগত ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা থাকা সত্ত্বেও"

অধ্যায় ৬

প্রশ্ন ১) শয়তান ও মন্দ আত্মাদের উপর বিজয়লাভ
প্রশ্ন ২) এক
প্রশ্ন ৩) যাত্রা পুস্তক ৭ঃ১০-১২

অধ্যায় ৭

প্রশ্ন ১) যাত্রাপুস্তক ৩৫ঃ৩০-৩৫ এবং ১ পিতর ৪ঃ১০-১১

প্রশ্ন ২) চার বার

প্রশ্ন ৩) ৩৯ বার আগমন

প্রশ্ন ৪) প্রকাশিত বাক্য ১ঃ৭; ১৬ঃ১৫; ১৯ঃ১১-১৬; ২২ঃ১২; ২২ঃ২০

প্রশ্ন ৫) "মথূশেলহের জন্ম দিলেপরে হনোক তিনশত বৎসর ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিলেন, এবং আরও পুত্র কন্যার জন্ম দিলেন।" আদিপুস্তক ৫ঃ২২

অধ্যায় ৮

প্রশ্ন ১) এলম, অশূর, অফক্ষদ, লূদ, অরাম

প্রশ্ন ২) প্রায় ২৫০ মাইল

প্রশ্ন ৩) টাইগ্রেস নদী এবং ইউফ্রেটীস নদী

প্রশ্ন ৪) ভূমধ্যসাগর

প্রশ্ন ৫) ফিলিপের দ্বিতীয় যাত্রা

প্রশ্ন ৬) গ্রীক যিহুদিদের থেকে পৌলের পলায়ন

অধ্যায় ৯

প্রশ্ন ১) হারোণ

প্রশ্ন ২) যিহোশূয় ২১ঃ৪; যাত্রাপুস্তক ৪ঃ১৪-১৬; দ্বিঃ বিঃ ৯ঃ২০

প্রশ্ন ৩) আদিপুস্তক ১১ঃ১৬-২৭

প্রশ্ন ৪) কেননা যদিও আমি মাংসে অনুপস্থিত, তথাপি আত্মাতে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, এবং আনন্দপূর্বক তোমাদের সুশৃঙ্খল ও খ্রীষ্ট বিশ্বাসস্বরূপ সুদৃঢ় গাঁথনি দেখিতে পাইতেছি। কলসীয় ২ঃ৫

ধন্যবাদ !! আপনি বিজয় বাইবেল পুস্তকটির অভিজ্ঞতা সঞ্চয়নের এই নির্দেশিকাটি সফল ভাবে সমাপ্ত করেছেন। যে বইটি আপনার বিজয় বাইবেল সমাপ্ত করার কৌশল শিক্ষালাভ করার সাহায্যার্থে পরিকল্পিত। এই উপলব্ধিকে সম্মাণিত করার জন্য নিম্নে একটি প্রমাণ পত্র (সার্টিফিকেট) দেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা এই নির্দেশিকায় প্রদত্ত তথ্যগুলি যীশু খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচর্যার কাজে বিশাল সাহায্য করবে।